



APONZONE



হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া নিয়ে ভারত কী ভাবছে সম্পাদকীয়



শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ/৩ রবি-আসর

রবিবার ২০ অক্টোবর, ২০২৪

৪ কার্তিক ১৪৩১

১৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

জাইদল হক

ইস্টবেঙ্গলকে ২ -০ গোলে হারাল মোহনবাগান

খেলতে খেলতে

ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর Bengali Daily

Vol.: 19 ■ Issue: 282 ■ Daily APONZONE ■ 20 October 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন প্রত্যাহারের আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর



সুব্রত রায় 🔵 আপনজন **আপনজন:** বারবার বৈঠক আর তারপর হতাশা। এদিকে সোমবার দাবি না মানলে মঙ্গলবার ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি শুক্রবার রাতে দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আর ঠিক তার পর দিনই শনিবার দুপুরে নাটকীয়ভাবে অনশন মঞ্চে উপস্থিত হন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। আর মুখ্য সচিবের ফোন মারফতই অনশনকারীদের বার্তা পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন "অনশন তুলতে অনুরোধ করছি, আলোচনায় শুক্রবারই সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র

ডাক্তারেরা। বৈঠকের পর জুনিয়র

সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ওই

সময়ের মধ্যে সাড়া না মিললে

চিকিৎসকদের জানিয়েছেন,

সোমবার পর্যন্ত সরকারকে

মঙ্গলবার হাসপাতালে

হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘট হবে। সেই ধর্মঘট পালন করবেন সিনিয়র এবং জুনিয়র ডাক্তারেরা। আর ২৪ ঘন্টা পার না হতেই অনশন মঞ্চে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলিয়ে দিলেন মুখ্য সচিব। এদিন ফোনবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনশন তুলতে অনুরোধ করছি। তোমরা আলোচনার বসো। আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। প্রায় সব ক'টিই দাবি পূরণ হয়েছে। ৩-৪ মাস সময় দাও। হাসপাতালগুলিতে নির্বাচন করাব। দয়া করে অনশন প্রত্যাহার করো। কাজে যোগ দাও।' পরে ইমেলে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ জুনিয়র ডাক্তারদের জানিয়েছেন, অনশন প্রত্যাহার করে ২১ অক্টোবর সোমবার ১০জন সহযাত্রীকে নিয়ে নবান্ন সভাঘরে বৈঠকে যোগ দিন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকের জন্য ৪৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করেছেন।

নবান্ন সভাঘরে বিকাল সাড়ে চারটের

মধ্যে পৌঁছতে এবং ১০জন

জানাতে অনুরাধ করা হচ্ছে।

প্রতিনিধির নাম ইমেইল মারফত

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানি চেয়ে মেনশন করবেন কপিল সিব্বাল!

উপস্থিতিতে ওবিসি মামলার অগ্রগতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নবান্নে

রাজ্য সরকারের কাছে বিকল্প পথে ওবিসি সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের

এম মেহেদী সানি

কলকাতা **আপনজন:** ওবিসি সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জোর তৎপরতা শুরু করেছে বলে নবান্নে সূত্রে খবর। নবান্নে সূত্রে খবর শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য সচিবের দফতরে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। জানা গেছে, ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সঞ্জয় বানসাল, সংখ্যালঘু দফতরের সচিব পিবি সালিম, বিধায়ক হুমায়ুন কবির প্রমুখ। সূত্রের খবর, এদিন এই বৈঠকের মাঝেই রাজ্যের মুখ্য সচিব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর তৎকালীন সময়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শেখ নুরুল হকের সঙ্গেও কথা বলেন। ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় রাজ্য সরকারের পক্ষে না এলেও কীভাবে ওবিসি সমস্যা সমাধান করা যায় তা নিয়েও এদিনের বৈঠক আলোচনা হয়। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলাটি যাতে দ্রুত শুনানি হয় সেজন্য ওই মামলায় রাজ্য সরকারের পক্ষে থাকা বিশিষ্ট

আইনজীবী কপিল সিব্বালকে আগামী সোমবার কোর্টে মামলাটি মেনশন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, নবান্ন সুত্র জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের শুনানি ও রায়দান বিলম্ব হলে এবং তা রাজ্য সরকারের পক্ষে না গেলেও আইনানুযায়ী ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন তালিকা তৈরি করে ওবিসি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যাতে উদ্যোগী হয় সে বিষয়টিও তুলে ধরেন ডেবরার বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবির। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ওবিসি সমস্যা দ্রুত সমাধান করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা এবং তৎপরতার কথা উল্লেখ করে 'আপনজন'কে বলেন, 'ওবিসি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বারবার পিছিয়ে যাওয়া এবং সংখ্যালঘু শিক্ষিত সমাজের উদ্বেগের বিষয়টি আমি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছিলাম। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য সচিবের উপস্থিতিতে একটি বৈঠকও হয়। সেখানে আমি একটি প্রস্তাব রেখেছি। সেটি হল, ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর



"ওবিসি মামলা নিয়ে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য সচিবের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে আমি প্রস্তাব রেখেছি, ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর সেকশন-১১ এ স্পষ্ট বলা আছে নির্দিষ্ট লিস্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে সার্ভের ভিত্তিতে। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ১৮৮ শাতার ৩৬০ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে**।** ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন চাইলে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নতুন লিস্ট তৈরি করতে পারে।"

সেকশন-১১ এ স্পষ্ট বলা আছে নির্দিষ্ট লিস্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে সার্ভের ভিত্তিতে। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ১৮৮ পাতার ৩৬০ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন চাইলে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সার্ভে করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নতুন লিস্ট তৈরি করতে পারে'। রাজ্য সরকার এই বিকল্প পথ অবলম্বন করতে পারে বলেও জানান হুমায়ুন কবির। ওবিসি মামলার সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় রাজ্য সরকার সামান্তরালভাবে বিকল্প এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে কিনা এ বিষয়েও রাজ্য সরকার কপিল সিব্বালকে সুপ্রিম কোর্টে সোমবার বিষয়টি মেনশন করার কথা

বলবেন বলেও নবান্ন সূত্র জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ে '২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়' ফলে সমস্যায় পড়ে রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্রধারীরা। মামলায় হেরে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে মুসলিম সমাজে বেশ কয়েকজন বিদ্বজ্জন কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠন ও ব্যক্তি এই মামলায় পার্টি হন । ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে প্রথমদিন শুনানির পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বালকে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তী শুনানিতে কপিল সিব্বাল

প্রয়োজন বলে সময় প্রার্থনা করেন। এরই মাঝে আরজি কর কান্ডের শুনানির ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির শুনানি পিছিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী শুনানির তারিখ রয়েছে ২২ অক্টোবর। তবে আবারও শুনানি পিছিয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে, ওবিসি মামলাটি রয়েছে শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। আগামী ১০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচড়ের অবসর নেওয়ার কথা। তার আগে ওবিসি মামলার রায় ঘোষণা না হলে আরও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, তখন আবার নতুন করে বেঞ্চ গঠন করতে হবে সেক্ষেত্রেও ওবিসি মামলাটি আরও বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই রাজ্যের সংখ্যালঘু মহলে এ বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে। রাজ্যের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন এ নিয়ে আলোচনা সভা করে চলেছে। এই সব আলোচনা সভায় ওবিসি সমস্যা নিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়ও রাজ্যের সংখ্যালঘু বিশেষত রাজ্যের সংখ্যালঘু সাংসদ, বিধায়ক

সুপ্রিম কোর্টে আরও প্রস্তুতি

প্রমুখদের এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়। এরপর সাংসদ সামিরুল ইসলাম এ বিষয়ে সরকারি মহলে সক্রিয় হলেও পরে পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সন্ধিক্ষণে ডেবরার বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা গ্রহণ করার বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, ২২শে মে ওবিসি সংক্রান্ত রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, '২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হলেও এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বা চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কোনও প্রভাব ফেলবে না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও চাকরির পরীক্ষা ও নিয়োগ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সেই সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে পৌঁছতেই কীভাবে ওবিসি সমস্যা মেটানো যায় তার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।



প্রথম নজর

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি. ধৃত অ্যাস্থলেন্স চালক



আসিফা লস্কর 🗕 কুলপি আপনজন: আর জি কর ঘটনা নিয়ে যখন গোটা দেশ উত্তাল সেই আর জি কর আবহে আবারো এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পাথরপ্রতিমা গদামথুরাপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ইতিমধ্য ে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। নির্যাতিকার পরিবার সূত্রে জানা যায়, গতকাল ঢোলাহাট থানার অন্তৰ্গত এক নাবালিকা ছাত্ৰীকে সাপে কামড়ায় এরপর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের লোকজনেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর জন্য গদা মথুরাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ওই নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। ওই নাবালিকার অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে ওই নাবালিকাকে কাকদ্বীপ সূপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময় ওই গদামথুরাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরের একটা অ্যাম্বলেন্স চালক যুবক ওই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করে। গতকাল নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের লোকজনের ঢোলাহাট থানাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঢোলাহাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেন। অভিযুক্ত ওই অ্যাম্বলেন্স চালকের নাম পবিত্র মন্ডল অভিযুক্ত ওই যুবকের বাড়ি ঢোলারহাট থানার অন্তর্গত দিগম্বরপুর এলাকায়। সুন্দরবন পুলিশ জেলার জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই যুবক পেশ অ্যাম্বলেন্স চালক। গতকাল ওই যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ঢোলাহাট থানায়। নাবালিকার পরিবারের

ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে ঢুকে দোকানে চুরি

অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত

অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে পকসো

আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

যুবককে গ্রেফতার করা হয়।



নাজিম আক্তার 🛡 হরিশ্চন্দ্রপুর আপনজন: ভিক্ষা চাইতে এসে জুতোর দোকানে ঢুকে টাকা চুরি করে চম্পট দিল এক অজ্ঞাত ব্যক্তি। শুক্রবার ভোর দুপুরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভবানীপুর ব্রিজ মোড়ে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দোকান মালিক নুর ইসলাম। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। চুরির সমগ্র ঘটনাটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,দোকান মালিক প্রসাব করার জন্য দোকানের পিছনে গেলে দোকান ফাঁকা দেখে দোকানে ঢুকে পড়ে এক ভিক্ষুক। ড্রয়ার থেকে ২৫ হাজার টাকার বান্ডিল চুরি করে চম্পট দেয়। দোকান মালিক নুর বলেন, দোকানের সিসি ক্যামেরায় চুরির ঘটনাটি ধরা পড়েছে। শনিবার মহাজনকে টাকা দেওয়ার জন্য বান্ডিল করে ড্রয়ারে রাখা ছিল। এখন টাকা পরিশোধ করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস জানান, অভিযোগ হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

ওয়াকফ বিল নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা বীরভূমের মাদ্রাসায়



সেখ রিয়াজুদ্দিন

বীরভূম আপনজন: গত ৮ ই আগস্ট ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ লোকসভায় পেশ করা হয়।যাহা মূলত ১৯৯৫ ওয়াকফ আইন সংশোধন করে। মুসলিম আইনের অধীনে ওয়াকফ আইনটি ধার্মিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। সংশোধন করা বিলটিতে বলা হয়েছে যে, ওয়াকফ হিসাবে চিহ্নিত যে কোনও সরকারী সম্পত্তি তা বন্ধ হয়ে যাবে।স্থানীয় এলাকার কালেক্টর অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে মালিকানা নির্ধারণ করবেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেই সমস্ত আইনগত দিক নিয়ে বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের সদাইপুর থানার অন্তৰ্গত যাত্ৰা গ্ৰামে অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া মাদানি শান্তি মিশন মাদ্রাসায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে অনেকে

অবগত নন। সেই সচেতনতার লক্ষ্যে মূলত এরূপ আলোচনা সভার আয়োজন বলে জানা যায়।ওয়াকফ বিলে কী কী রয়েছে বা সংশোধনী বিল পাস হয়ে গেলে কী কী অসুবিধার সন্মুখীন হতে হবে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয় সভা থেকে। এদিনের সভায় মখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি মাসুদ করিম। এছাড়াও ছিলেন বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মৌলানা আনিসুর রহমান, সংগঠনের সদাইপুর থানা এলাকার সভাপতি মৌলানা ইজাজুল হক। তাছাড়াও জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন হাফিজ নাসির হোসেন খয়রাসোল, মৌলানা জামসেদ মহম্মদ বাজার, হাফিজ কুতৃব সাঁইথিয়া, মৌলানা গুলাম মুস্তাফা মুরারই, আব্দুল জব্বার ময়ুরেশ্বর এবং জামিয়া ইসলামিয়া মাদানি শান্তি মিশন মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা।

কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনতে গিয়ে রেল লাইনে মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 মালদা আপনজন: কানে হেডফোন গুঁজে রেল লাইনের ওপর বসে গান শুনতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। শনিবার এই ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এল 'মালদার গাজোলের আকন্দা এলাকায়। জানা গেছে, মৃত কলেজ ছাত্রের নাম রঞ্জন বিশ্বাস, বয়স ২৩ বছর। বাডি গাজোলের আকন্দা এলাকায়। তার বাবা পেশায় ভ্যান চালক। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা ও ভাই-বোন। তাই পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে রঞ্জন কলেজে পড়াশোনা করার পাশাপাশি একটি দোকানেও কাজও করত। পরিবার সূত্রে খবর, রঞ্জন প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও মর্নিং ওয়াক করতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। এরপর সে কানে হেডফোন গুঁজে

এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়া রেল লাইনের উপর দিয়ে মর্নিং ওয়ার্ক করে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনছিলেন। এই সময় শিয়ালদা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেন বালুরঘাট যাওয়া সময় তাকে পেছন থেকে সজোরে ধাকা মারে। সেই ধাকায় কলেজ ছাত্র রঞ্জন বিশ্বাস রেল লাইনের পাশেই ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে, রেল পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় বালুঘাট মর্গে। পাশাপাশি 'মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। রেল লাইনের চলন্ত ট্রেনের সামনে রিল করতে গিয়ে এর আগে একাধিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে যুবক-যুবতী বা ছাত্ৰ-

ছাত্রীদের। এবার কানে হেডফোন

দিয়ে রেল ট্রাকে বসে গান শুনতে

গিয়ে অকালে প্রাণ গেল এক

কলেজ ছাত্রীর।

ভুয়ো সরকারি নথি তৈরি করায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক 🗕 নদিয়া আপনজন: ভুয়ো সরকারি নথি তৈরি করার অভিযোগে পুলিশের জালে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত, উদ্ধার ৫৭টি ভুয়ো শীল সহ ৯৪ টি ভোটার কার্ড একটি ল্যাপটপ সাথে পেনড্রাইভ! সরকারি জাল নথি তৈরি করার অভিযোগে আসিস সর্দার নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নদিয়ার কল্যাণী থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ধৃত ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো সরকারি নথি তৈরি করার সাথে জড়িত বলে খবর পায় পুলিশ। সেই মত এই দিন কল্যাণী পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশীষ সর্দারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আশিস সর্দারকে গ্রেফতার করে কল্যাণী

থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে

উদ্ধার হয় ৫৭টি ভুয়ো শিল সহ

ল্যাপটপ ও একটি পেনড্রাইভ। এই

৯৪ টি ভোটার কার্ড একটি



ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকেরা। তবে এর আগেও দেখা গেছে, সাইবার ক্রাইম এর সাথে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে শায়েস্তা করতে তৎপর হয়েছিল রানাঘাট পুলিশ জেলা। তাদেরকে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র, কখনো আধার কার্ড কখনো ভোটার কার্ড সহ জাল নথি। এবার আরো একবার বড়সড় সাফল্য পেলেও কল্যাণী থানার পুলিশ, এখন দেখার সমাজ থেকে কত তাড়াতাড়ি সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করতে পারে পুলিশ।

ইছামতি নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল বাদুড়িয়ার পরপর দৃটি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাদুড়িয়া আপনজন: ইছামতি নদীর প্রায় ৬০ ফুট বাঁধ ভেঙে বাদুড়িয়ার নয়াবস্তিয়া মিলনী গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁকড়াসুতি, কোটাপাড়া দুটি গ্রাম প্লাবিত হয় । বানভাসী হ্য় কয়েকশো পরিবার এবং জমির ফসল এবং মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয় । যদিও রাতারাতি স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পূর্ত দফতরের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় নদীর বাঁধ মেরামত সম্ভব হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন তাদের ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করুক। পাশাপাশি নদীর বাঁধটি আরো

মজবুতভাবে তৈরি করুক। যাতে আবার নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত না হয় গ্রাম। এদিকে,ত্রাণ না পাওয়ায় ় পদ্মা নদীর সংস্কার ও ফসলের ক্ষতিপুরণ এর দাবি নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বন্যা কবলিত এলাকায় অসহায় মানুষগুলো ।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়ার ব্লকের বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজরা , রায়পুর, কানুপুর এলাকার ঘটনা । বাদুড়িয়ার বাগজোলা



পঞ্চায়েতের , খাজরা, রায়পুর, কনুপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘ দেড় মাস ধরে জলবন্দী অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ভেতরে জল , এলাকায় কোথাও হাঁটু পর্যন্ত আবার কোথাও কোমর সমান জল। কয়েক হাজার বিঘা ফসলের জমি জলের তলায় , বিভিন্ন ফসলের প্রচর ক্ষতি হয়েছে। এতদিন ধরে এলাকার মানুষ জলবন্দী হয়ে রয়েছে। কিন্তু কোন প্রশাসনিক কর্তা বা পঞ্চায়েত . বিডিও অফিস থেকে কেউই এলাকার মানুষের খোঁজখবর নিচ্ছে না বা কোনরকম ত্রাণ দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাই এলাকার মানুষ শনিবার রাস্তায় নেবে রাস্তা অবরোধ করে

বিক্ষোভ দেখালো। তাদের দাবি অবিলম্বে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পদ্মা নদীর সংস্কার করতে হবে । পদ্মা নদী সংস্কার করলেই এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবে এলাকার মানুষ ।যদিও এই বিষয়ে বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কার্য পরিবহনের কর্মাধ্যক্ষ কুমারেশ রায় বলেন,আমরা ইতিমধ্যেই ত্রাণের ব্যবস্থা করেছি ।তবও সংবাদমাধ্যমের কাছে শুনলাম যারা প্রাণ পায়নি তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব এবং তাদের ত্রাণের ব্যবস্থা করব এবং পদ্মা ও যমুনা নদীর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা আশা করছি।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাদা কাফনে মোড়া প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ

মোহাম্মদ সানাউল্লা 🔵 নলহাটি আপনজন: নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে অভিনব কায়দায় সাদা কাফন জড়ানো প্রতীকি মৃত দেহ হাতে নিয়ে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। শনিবার বেলা ১২ টা নাগাদ ৭ দফা দাবি নিয়ে কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা নলহাটি থানায় স্মারকলিপি প্রদান করে। এদিন তারা বেশ কয়েকটি প্রতিকী মৃত্যু দেহ হাতে তুলে অভিনব কায়দায় থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। যেমনটা মৃতদেহ শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আগে সাদা কাফনে জড়ানো হয়। ঠিক তেমনটাই প্রতীকি মৃতদেহ নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখালেন। তাদের দাবি রাজ্য জুড়ে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং লাগাতার নারী নির্যাতন তৎসহ খুনের ঘটনায় সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাব মূৰ্তি কালিমা লিপ্ত হচ্ছে। ধর্ষণের মতো সামাজিক রোগ

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই

আল আদিল মাদানী,আরবী

আইনুল হক , অধ্যাপক

ফাইজি যিনি অত্যন্ত

শিক্ষক শাইখ আব্দুল হামিদ

সুসংগঠিতভাবে অনুষ্ঠানটি

সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা শাইখুল

হাদিস শাইখ লুৎফুল্ হক, শাইখ

আরিফুল ইসলাম, মাদানী শাইখ

ডাঃওয়াসিফ আলী,মাদ্রাসা প্রধান

ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রতিকারে এবং



প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের স্ব ঘোষিত কর্মসূচি। সারা রাজ্যের সমস্ত থানায় ৭ দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারক লিপি তলে

তারা দাবী করেন, ধর্ষণ, খুন, নারী নির্যাতন সহ অভিযোগগুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার করে তৎক্ষণাৎ এফ আই আর নথিভুক্ত করতে হবে। কেউ থানায় এফ আই আর করতে আসলে তাকে ফেরত পাঠানো চলবে না। দল মত নির্বিশেষে পুলিশকে সক্রিয় হতে

হবে। পুলিশ শাসক দলের নয়, প্রশাসনের প্রতিভূ হোক। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় রং বিচার করা চলবে না। বিরোধী স্বরকে দমানোর লক্ষ্যে সরকার বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো বন্ধ করতে হবে। শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে নয় পুলিশ চলুক আইনের শাসন মেনে। এই ৭ দফা দাবিতে নলহাটি থানার পুলিশ আধিকারিককে দাবি পত্র তুলে দেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

ঘোড়ারাস সালাফিয়া ফরাক্কা হলদিয়া সড়ক অবরুদ্ধ মাদ্রাসায় ইসলামি সভা দুটির গাড়ির সংঘৰ্ষে

ট্রেলার ও ডাম্পারের মুখোমুখি

সংঘর্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল রাস্তা



এহসানুল হক 🔵 বসিরহাট পরিচালনা করেন আপনজন: বসিরহাটের ঘোড়ারাস আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র কোরআন সালাফিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের এক ঐতিহাসিক শিক্ষা সেমিনার ও শুভ সূচনা হয়।সভাপতির আসন ইসলামী মহা সম্মেলন। সম্মেলনে অলংকৃত করেন বহু গ্রন্থে প্রণেতা, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আরবী সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা, ছিলেন, সর্বভারতীয় জমিয়তে শাইখুল হাদিস শাইখ লুৎফুল্ হক। আহলে হাদিসের আমির, শাইখ আলোচনার সূচনাতেই সভাপতি আসগার আলী ইমাম মেহেদী অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সালাফী,বিশেষ অতিথি হিসেবে শ্রোতাদের সামনে স্পষ্ট করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক মুল্যবান বক্তব্য রাখেন ,প্রফেসর জমিয়তে আহলে হাদিসের আমির ডাঃ ওয়াসিফ আলী, অহিদুজ্জামান শামীম আখতার নদভী। উপস্থিত তাইমি, হানিফ আল হাদী, আব্দুল ছিলেন "কুল্লিয়া ফাতেমাতুজ মালেক ফাইজী, মতিউর রহমান জোহরা" মহিলা মাদ্রাসার হাক্কানী ও অন্যান্য বক্তাগণ। দুপুর চেয়ারম্যান শাইখ আব্দুর রহমান একটা নাগাদ শাইখ আসগার আলী

ও শিক্ষা সেমিনার

ফলে যান জোটে নাকাল হলেন যাত্রীরা স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদের একটা ধান বোঝাই ডাম্পার কুলি থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিকে ট্রেলার টি কুলির দিকে আসছিল ওই সময় স্থানীয় কাটনা গ্রামের কাছে গাড়ি দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে পড়ে ডাম্পারচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে ফলে ওই রাজ্য সড়ক দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটায় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক সজল দাস বলেন অন্যদিন হলে ইমাম মেহেদী মাদানী শিক্ষা এখানে প্রাণহানির ঘটনা গড়তে সেমিনারে উপস্থিত হন। সকল পারতো কারণ এই জায়গায় দুর্ঘটনার সময় প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিতিদের সামনে মাদ্রাসার দাঁড়িয়ে থাকে তাই অল্পের জন্য অতীত ও বর্তমান ইতিহাস রক্ষা পেয়েছে অনেকেই না বলেন সংক্ষেপে তুলে ধরেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শাইখ তাওহীদ ট্রেলার টি আমার গাড়ির দিকে চাপিয়ে দিয়েছিল তাই নিজেকে আলম মাদানী। এদিন শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল চোখ জুড়ানোর বাঁচতে গাছে গিয়ে ধাক্কা মারতে

মাতঙ্গিনীর জন্মদিন পালন হীরক বন্দরে



বাইজিদ মণ্ডল 🗕 ডায়মন্ড হারবার আপনজন: প্রতি বছরের মতো এবারও ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভাগুারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন পালন করা হলো। এদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবৰ্ত-মাহিষ্য সমাজের সহযোগিতায় এই আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শুরুতে শোভাযাত্রা সহ খাদি ভাণ্ডারের সামনে চারুচন্দ্র ভাগুারীর আবক্ষ মর্তিতে ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল বলেন, চারুচন্দ্র ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভূমিপুত্র মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য। আর মাতঙ্গিনী হাজরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বরাবরই চিরস্মরণীয়। উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় গায়েন. নীলরতন মণ্ডল, প্রণব দাস, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত সরদার প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কংগ্রেসের থানা ঘেরাও কর্মসূচি



মোল্লা ময়াজ ইসলাম 🔵 বর্ধমান আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি রাজ্যজ্ঞড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং মহিলাদের উপর আক্রমণ ও খুনের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে। এদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল করে বর্ধমান থানায় পৌঁছে থানা ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর গাঙ্গুলী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় নারীদের উপর ধর্ষণ, খুন এবং সম্মানহানির ঘটনা ঘটছে। তবুও, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গুরুতর ঘটনাগুলো নিয়ে উপহাসমূলক মন্তব্য করে যাচ্ছেন।" এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে জেলা কংগ্রেস দশ দফা দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। মূলত নারীদের সুরক্ষা দাবিতে তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ডালখোলা থানা সম্মুখে বিক্ষোভ কংগ্রেসের



মোহাম্মদ জাকারিয়া 🔵 ডালখোলা আপনজন: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ক্রমবর্ধমান ঘটনার প্রতিবাদে ডালখোলা থানার সামনে কংগ্রেস দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এলাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত থেকে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ও পুলিশ প্রশাসনের নিজ্ঞিয়তার বিরুদ্ধে গ্রাদন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটছে, অথচ প্রশাসন এসব ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা চরম সংকটে পড়েছে বলে দাবি করেছে

কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন, পুলিশের নিজ্রিয়তার ফলে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং নিরীহ মানযজন প্রতিদিন ভক্তভোগী হচ্ছেন। ডালখোলা থানায় বিক্ষোভের পাশাপাশি করণদিঘী থানায়ও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনৈ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি তুলে ধরা হয় এবং অপরাধ দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কাশেম যুবক সভাপতি সারোয়ার আলম ব্লক কমিটির সদস্য শেখ শারাফাত ছিলেন, ডালখোলা শহর সভাপতি আলতাফ হোসেন ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ভবেন ঘোষ, প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সাহিল নাওয়াজ প্রমুখ।

জলঙ্গির গ্রামে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী



সজিবুল ইসলাম 🗕 ডোমকল আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতী সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে মুর্শিদাবাদে জলঙ্গি ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ জোনের ঘোষপাড়া ও সাগর পাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী ও বর্ষীয়ান কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শনিবার বিকেলে।এদিন ঘোষপাড়া সর্বপল্লী হাই স্কুল প্রাঙ্গণ ও সাগর পাড়া পি টি টি আই কলেজ হোল ঘরে দলীয় নেতা কর্মীদের উপস্থিতে বিজয়া সন্মেলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি বিধানসভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,ব্লক দিক্ষণ জোন সভাপতি

মাসুম আলী আহমেদ,উত্তর জোন সভাপতি আমজাদ আলী খান,জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক কনভেনার জিয়াবুল সেখ্বুক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন, কর্মাধ্যক্ষ বাবুলাল মন্ডল,অঞ্চল সভাপতি টনিক মোল্লা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি গণ সহ অঞ্চল ব্লক নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অঞ্চলের দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যদের ও বর্ষীয়ান দলীয় কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক থেকে ব্লক সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতি গণ। এদিনের সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো।

9

প্রথম নজর

নেতানিয়াহুর বাসভবনে ড্রোন হামলা



আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাসভবন লক্ষ্য করে একটি ড্রোন হামলা হয়েছে। তবে এই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ইসরায়েলি সেনাদের হাতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের প্রধান ইয়াহইয়া সিনওয়ার নিহত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এই হামলা হলো। নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, তেল আবিবের উত্তরে সিজারিয়ায় অবস্থিত নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত বাসভবনে ড্রোন হামলা হয়েছে। শুক্রবার সকালে লেবানন থেকে এই ড্রোন হামলা চালানো হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, হামলার সময় নেতানিয়াহু ও তার পরিবারের কোনও সদস্য ওই বাসভবনে ছিলেন না। ফলে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। এছাড়াও শনিবার সকালে লেবানন থেকে পরিচালিত আরও দুটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত পাঁচজন সেনা নিহত হয়। আহত হয় অন্তত ৬৭ জন।

বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী। এসব ড্রোন শনাক্তের পর তেল আবিবে সাইরেন বেজে ওঠে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইসরায়েলের হাইফায় একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভয়াবহ ড্রোন হামলা চালায় লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। ওই

হামাসকে 'সন্ত্ৰাসী' বলায় সৌদির টিভি অফিসে



আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধাদের সম্ভ্রাসী অভিহিত করায় ইরাকে একটি টিভি চ্যানেলের অফিসে হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রায় পাঁচশ মানুষ হামলা চালিয়ে ভাঙচুরসহ অফিসটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। শনিবার ভোরে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অবস্থিত সৌদি মালিকানাধীন মিডেল ইস্ট ব্রডকাস্টিং সেন্টারের (এমবিসি) অফিসে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং

পোস্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে.

হামাস ছাড়াও লেবাননের সশস্ত্র

প্রচার করেছে সৌদি আরবের মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল মিডেল ইস্ট ব্রডকাস্টিং সেন্টার (এমবিসি)। এরপর টিভি চ্যানেলটির বাগদাদ অফিসে হামলা চালায় সাধারণ মানুষ। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে,

গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের

ফোর্সের যোদ্ধাদেরও সন্ত্রাসী

সশস্ত্র গোষ্ঠী ইরাকি মোবিলাইজেশন

হিসেবে অভিহিত করে প্রতিবেদন

শনিবার সকালে এমবিসির বাগদাদ স্টুডিওতে চার থেকে পাঁচশ মানুষ হামলা চালায়। উত্তেজিত জনতা টেলিভিশন চ্যানেলের ইলেকট্রনিক ভবনের একটি অংশে আগুন ধবিযে দেয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওই ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং যেসব মানুষ টিভি কার্যালয়ে হামলা চালাতে এসেছিলেন তাদের পুলিশ

সরিয়ে দিয়েছে। সৌদি আরবের টিভি চ্যানেলটি এমন এক সময়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে, যখন ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো বিশেষ করে হামাস ও হিজবুল্লাহ এবং ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়াতে তাদের মিত্ররাও- এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে

ইরাকে ইরানপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। দেশটির সরকার আঞ্চলিক সংঘাত থেকে দূরে থাকার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে. ইরান ও সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে ২০২৩ সাল থেকে দেশ দুটির সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফের গর্জে উঠলেন এরদোগান



আপনজন ডেস্ক: লেবাননে চলমান স্থল অভিযান ও বিমান হামলার মধ্যেই গাজায় বড় সাফল্য পেয়েছে ইসরায়েল। দেশটির স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের প্রধান ইয়াহহিয়া সিনওয়ার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন। এমন এক সময় দেশটি এ সাফল্য পেল যখন গাজা নিয়ে আবারো সরব হয়েছে পুরো বিশ্ব। এমনকি গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে নাখোশ যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলের দুজন প্রভাবশালী মন্ত্রী নিয়ে ইসরায়েলকে সতর্কও করেছেন। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেয়ারও হুমকি দিয়েছেন তারা। তবে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন মোটেও থেমে নেই। উল্টো গাজার উত্তরাঞ্চলে নতুন করে সেনা পাঠাচ্ছে ইসরায়েল। গাজার এমন দুরবস্থা দেখে আর শান্ত থাকতে পারছেন না তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান। তাই ফের গর্জে উঠলেন তিনি। আঙ্কারায় এক

জরুরি বৈঠকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে আরব লীগের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এরদোগান। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সংঘাত নিরসনে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদারেও আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক এবং সিদ্ধান্তমূলক ব্যবস্থার ব্যাপারেও আরব লীগকে পরামর্শ দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। আরব দেশগুলোর নিষ্ক্রিয়তায় এক বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। আরব বিশ্বের সামরিক শক্তিধর দেশ মিশর, ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও তারা এই আগ্রাসন থামাতে কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। এমনকি এ নিয়ে তারা ইসরায়েলকে চাপও দিচ্ছে না। এছাড়া আরেক প্রতিবেশী দেশ জর্ডানও হাতে হাত রেখে বসে আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কোরীয় উপদ্বীপে আমেরিকা যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে: রাশিয়া



আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার পররাষ্ট

মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া

জাখারোভা জোর দিয়ে বলেছেন. একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই কোরীয় উপদ্বীপে উস্কানি দিয়ে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। কোরীয় উপদ্বীপসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত ছডিয়ে দেওয়ার মার্কিননীতি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, কোরীয় উপদ্বীপকে আগুনে জুলতে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে আমেরিকা। তারা সেখানে সংঘাত চায়। উত্তর কোরিয়াকে উত্তেজনা বৃদ্ধির যেকোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানোর পর রুশ মুখপাত্র এ কথা বললেন। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার আকাশে দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আকাশে আবর্জনাভর্তি বেলুন পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এর ফলে সেখানে উত্তেজনা বেড়েছে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, আমেরিকার পুরোনো কৌশল হলো উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়ে উদ্ভত পরিস্থিতির জন্য দোষ এমন পক্ষের ঘাড়ে চাপানো যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সিউল এবং টোকিও হচ্ছে ওই অঞ্চলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পয়েন্ট। আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকে এমন তীব্র চাপের মধ্যে রেখেছে যাতে তারা আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা চিন্তাও করতে না পারে। এদিকে, রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে রুডেনকো উত্তর কোরিয়াকে সামরিক সহায়তা দিতে মস্কোর প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছেন। পিয়ংইয়ংয়ে তৃতীয় কোনো দেশের হামলার প্রেক্ষাপটে উত্তর কোরিয়ার প্রতি রাশিয়ার সম্ভাব্য সামরিক সহায়তা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে কৌশলগত চুক্তির ভিত্তিতে তারা পিয়ংইয়ংকে সহযোগিতা করবে। অন্যদিকে মার্কিন বিশ্লেষক ব্রায়ান বার্লেটিক মনে করেন, কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনার প্রধান কারণ এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি। বার্তা সংস্থা স্পুটনিক-কে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন, উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমেরিকা কোরীয় উপদ্বীপে নিজের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক উপস্থিতিকে বৈধতা ও ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

দেশব্যাপী ব্ল্যাকআউটের শিকার কিউবা



আপনজন ডেস্ক: প্রধান বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে ত্ৰুটি দেখা দেওয়ায় দেশব্যাপী ব্ল্যাকআউটের শিকার হয়েছে কিউবা। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশটির ১০ মিলিয়ন মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শুক্রবার জাতীয় পাওয়ার গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়। গ্রিড কর্মকর্তারা জানান, বিদ্যৎ

পুনঃস্থাপন করতে কত সময় লাগতে পারে তা এখনও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। দ্বীপটি কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ ব্ল্যাকআউটের শিকার হয়েছে। শুক্রবার দ্বীপের বৃহত্তম মাতানজাসে আন্তোনিও গুইটারাস পাওয়ার প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে গেলে

দেশটি ব্ল্যাকআউটের মধ্যে পড়ে। প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ ক্যানেল বারমুডেজ বলেছেন, পরিস্থিতি মোকাবেলায় সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত কেউ বিশ্রামে থাকবে না। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান লাজারা গুয়েরার

পরে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর আগে কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছিলেন, নাইটক্লাবসহ সকল স্কুল এবং অপ্রয়োজনীয় কার্যক্রম সোমবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কিছু কর্মীদের বিদ্যুৎ সরবরাহ রক্ষার জন্য বাডিতে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল এবং সরকারি পরিষেবা, যেগুলোর গুরুত্ব কম সেগুলো স্থগিত করা হয়। স্থানীয় মিডিয়া অনুসারে, পিক আওয়ারে বা প্রয়োজনীয় সময়ে ফ্রিজ এবং ওভেনের মতো সরঞ্জামগুলো বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর আগে ২০২১ সালের জুলাই মাসেও দিনব্যাপী ব্ল্যাকআউটের কারণে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে এসেছিল। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় মূল্যবান খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ভবনে পেট্রোল চালিত পাস্পের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পে পেট্রোল না থাকলে মৌলিক বা জরুরি কাজগুলো নাগরিকরা

সিনওয়ারের মৃত্যুতে সর্বত্র শোকের ছায়া, শেষ মুহূর্তের বীরত্বের প্রশংসা

আপনজন ডেস্ক: তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। গোটা পৃথিবী তার জন্য কাঁদছে। মরেও তিনি অমর হয়ে গেছেন। তিনি হচ্ছেন হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ার। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সর্বত্র। একইসাথে তার বীরত্বগাঁথা মৃত্যুর প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা। হামাস প্রধানের বীরের মতো লড়াইয়ের ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, ইসরাইলি হামলায় সিনওয়ার গুরুতর আহত হলেন। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে একটা সোফার উপর বসে পড়লেন।এরপর তারা একটা ড্রোন প্রেরণ করল। সিনওয়ারের ডান হাতের ক্ষতস্থান থেকে তখন রক্ত ঝরছে। শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। এরমধ্যেও শরীরের নবঢুকু শাক্ত সঞ্চয় করে বাম হাত দিয়ে একটা লাঠি তুলে ছুঁড়ে মারেন ড্রোনটার দিকে।অবশেষে ইসরায়েলি স্নাইপারের গুলিতে শাহাদাতবরণ করলেন সাহসী এই প্রতিরোধ যোদ্ধা। মুসলিম বিশ্ব সিনওয়ারের এই মৃত্যুকে বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু বলে মনে করে। জীবনের শেষ মুহুর্তেও বীরের মতো লড়াই করে শাহাদাতবরণ করায় গর্ব বোধ করছেন গাজাবাসী। তার বীরত্বের প্রশংসা করে নেটিজেনরা বলছে, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবনের শেষ মুহুর্তেও লড়াই চালিয়ে শহীদ হলেন। এরকম বীরের মতো মৃত্যুর

বুধবার শাহাদাতবরণ করেন। বৃহস্পতিবার তার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়। ফেসবুকে মুহাম্মদ মুরাদ মিয়া লিখেছেন, প্রথমে ট্যাঙ্ক থেকে শেল নিক্ষেপ করা হলো। সঙ্গী চার যোদ্ধাই শাহাদাত বরণ করলেন।বেঁচে রইলেন শুধু ইয়াহইয়া সিনওয়ার।এরপর রকেট লঞ্চার থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হলো।সিনওয়ার গুরুতর আহত হলেন।দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে একটা সোফার উপর বসে পড়লেন। এরপর তারা একটা ড্রোন প্রেরণ করল। সিনওয়ারের ডান হাতের ক্ষতস্থান থেকে তখন রক্ত ঝরছে।তার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে।এরমধ্যেও শরীরের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে বাম হাত দিয়ে একটা লাঠি তুলে ছুঁড়ে মারলেন ড্রোনটার দিকে। অবশেষে ইসরায়েলি স্নাইপারের গুলিতে শাহাদাত বরণ করলেন।এরকম বীরের মতো মৃত্যুর বিবরণ কয়েক দশকে একবার পাওয়া যায়।আর পাওয়া যায় সাহিত্যে, মহাকাব্যে।ইয়াহইয়া সিনওয়ার আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া মহাকাব্যিক লড়াইয়ের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা।অমর মহানায়ক। অপর আরেকজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগপর্যন্ত লড়াই করে গেছে। কয়জন নেতা তার সৈনিকদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে থাকে? শেষপর্যন্ত ইসরায়েল বলে গেছে যে হামাস নেতারা নাকি যুদ্ধ বাঁধিয়ে বাইরে চলে গেছে কিন্তু তা মিথ্যা

প্রমাণিত হয়েছে। এই দৃশ্য



বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করবে। নব্য উপনিবেশবাদ ধ্বংস হোক। মুফতি মুহসিন উদ্দিন লিখেছেন, উনি একজন যোদ্ধা, বীর, আমাদের অহংকার। উনার শাহাদাত আমাদেরকে পথ দেখাবে, উনার আত্মত্যাগ আমাদেরকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সাহস, শক্তি যোগাবে। কাজী মোঃ হাবিব লিখেছেন. প্রতিটি মুসলিম পরিবারের সস্তান যেনো ইয়াহিয়া সিনওয়ার এর মতো হয়।ইমানি শক্তি, দেশপ্রেম যেনো তাদের মতো প্রতিটি রক্তের কণায় কণায় থাকে। কিভাবে দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয় তার শ্রেষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এই ফিলিস্তিনি প্রতিরোধকামী যোদ্ধারা। আল্লাহ যেনো আমার ভাহদের প্রাথবার শ্রেষ্ট বিজয় দান করেন।আমিন আবু মেহমেত টিপু লিখেছেন, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবনের শেষ মুহুর্তেও লড়াই চালিয়ে শহীদ হলেন। ইউরোপ- আমেরিকা যেখানেই জীবন থাকবে, সেখানেই মৃত্যূর স্বাদ গ্রহন করতে হবে কিন্তু সেই মৃত্যুই উত্তম যা লড়াইয়ের ময়দানে হয়...শাহাদাতের মাধ্যমে। পূর্বের এক বক্তৃতায় সিনওয়ার নিজের মুখে বলৈছিলেন, হার্ট অ্যাটাক বা গাড়ি দুর্ঘটনার চেয়ে তিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মারা যেতে চান। সেই বক্ততার ভিডিও ফিলিস্তিনিরা অনলাইনে বারবার শেয়ার

গুয়াতেমালার কারাবন্দি সাংবাদিক জামোরাকে গৃহবন্দিকরার রায় দিয়েছে



আপনজন ডেস্ক: শর্তসাপেক্ষে মুক্তি প্রত্যাহার করার কয়েক মাস পরে শুক্রবার গুয়াতেমালার একজন বিচারক ওই দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক হোসে রুবেন জামোরাকে গৃহবন্দী করার আবেদন মঞ্জুর করেছে। গুয়াতেমালা সিটি থেকে এএফপি এখবর জানায়। আবেদনের পক্ষে রায় দিয়ে গুয়াতেমালা সিটিতে প্রায় আট ঘণ্টার শুনানি শেষ করেছেন বিচারক। তিনি রায়ে বলেন, তার কারাগারের সাজা 'সীমা ছাড়িয়ে সাবেক ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট আলেজান্দ্রো গিয়ামাত্তেই সরকারের কঠোর সমালোচক জামোরাকে ২০২২ সাল থেকে অর্থ পাচারের অভিযোগে আটক রাখা হয়েছে। বর্তমানে বন্ধ করে দেয়া এল পেরিওডিকো পত্রিকার ৬৮ বছর

বয়সী এই প্রতিষ্ঠাতাকে ২০২৩

সালের জুন মাসে ছয় বছরের

করার একটি আবেদন অনুমোদন করার মাত্র এক মাস পরেই আপিল আদালত অনুমোদনটি প্রত্যাহার

বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারকে রিপোর্ট করেছে, জামোরার কারাবাসের অবস্থা 'অত্যাচারের পর্যায়ে গেছে। সেখানে তিনি কয়েক মাস ধরে প্রায় অবিরাম অন্ধকারে নির্জন কারাগারে রয়েছেন। গত জানুয়ারিতে মেয়াদ শেষ হওয়া সাবেক প্রেসিডেন্ট গিয়ামাত্তেইয়ের বিরুদ্ধে অধিকার গোষ্ঠীগুলো দুর্নীতিবিরোধী প্রসিকিউটর এবং সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করে আসছে। প্রেসিডেন্ট বার্নার্দো আরেভালো তার স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি একজন দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামী যোদ্ধা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অধিকার গোষ্ঠীগুলো জামোরার

সেখান থেকে স্থানান্তর করে গৃহবন্দী

কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। বিচারকে 'ভুতুড়ে কারবার' বলে তাকে যে সামরিক ব্যারাকে আটক রাখা হয়েছিল, গত মে মাসে এর নিন্দা করেছে। হামাস ছিল, থাকবে:



আপনজন ডেস্ক: হামাস প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মৃত্যু মন্তব্য করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। গত বুধবার গাজায় হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা। শনিবার এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য বলেন, "সিনওয়ারের মৃত্যু ক্ষতির ও বেদনাদায়ক। তবে এই প্রতিরোধ ফ্রন্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

হামাস বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে।" তিনি বলেন, "আল্লাহর সাহায্যে এবং কৃপায় সব সময় আমরা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের পাশে থাকব।" ইরানের কর্মকর্তারা এবং মিত্র গোষ্ঠীগুলো নিজেদের 'প্রতিরোধ অক্ষ বা গোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করে। মধ্যপ্রাচ্যের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগঠিত জোট। গত এক বছর ধরে সিনওয়ারকে খুঁজতে হন্য হয়ে অভিযান পরিচালনা করছিল ইসরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নজিরবিহীন হামলা, অপহৃত ব্যক্তিদের গাজায় জিম্মি করে রাখার মাস্টারমাইভ ধরা হয় তাকে। গত বুধবার ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় নিহত হন ইয়াহিয়া সিনওয়ার। ইসরায়েলের প্রকাশিত ড্রোন ফুটেজে দেখা যায়, মৃত্যুর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দালানে আহত

ন্যাটোকে আল্টিমেটাম দিলেন জেলেনস্কি



আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমা সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অ্যালায়েন্স (ন্যাটো)-কে আল্টিমেটাম দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সম্প্রতি জোটটির মহাসচিব ইউক্রেনকে জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য শর্ত দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই এবার এই আল্টিমেটাম দেওয়া হলো। জেলেনস্কি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তার দেশ সামরিক জোটটির সদস্য পদ না পেলে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হতে পারে। জেলেনস্কি

বলেছেন, গত সেপ্টেম্বরে তিনি

ট্রাম্পকে বলেছেন, কোনো ধরনের জোটে যোগ দিতে চান। অন্যথায় পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন তিনি। তিনি এটাও জানেন যে ন্যাটোর চেয়ে শক্তিশালী কোনো জোট নেই। জেলেনস্কির দাবি, 'আমার বিশ্বাস ট্রাম্প আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং তিনি বলছেন যে এটা ন্যায্য যুক্তি।' গত বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে ইইউয়ের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে জেলেনস্কি এসব কথা বলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেন কিভাবে জয় পাবে, সেই পরিকল্পনাও সেখানে উপস্থাপন করেছেন জেলেনস্কি।

সেহেরী ও ইফতারের সময় সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৪মি. ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৩ মি.



নামাজের সময় সাচ ওয়াক্ত শুরু শেষ ফজর 8.38

30.3 33.26 যোহর আসর 00.0 মাগরিব C.30 এশা ৬.২৩

তাহাজ্জুদ ১০.৪৪

সংহতি সফরে কিয়েভে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আর করতে পারছে না।



পররাষ্ট্রমন্ত্রী জঁ-নোয়েল ব্যারোট ইউক্রেনের প্রতি তার দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশের লক্ষে দুই দিনের সফরে শনিবার কিয়েভ পেঁছেছেন। কিয়েভ থেকে এএফপি জানায়, ব্যারোট কিয়েভে তার প্রতিপক্ষ আন্দ্রি সিবিগার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যারোট ফ্রান্স ইন্টার পাবলিক রেডিওতে বলেন, তার সফরের উদ্দেশ্য হলো ফ্রান্স যেকোনো সঙ্কট থেকে পিছপা হবে না, এটি স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং একথা বলা যে ইউক্রেনে যা বুঁকির মধ্যে রয়েছে, তা হলো খাদ্য ও জ্বালানিসহ আমাদের মহাদেশের নিরাপত্তা।

সুদানে কলেরার ঝুঁকিতে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ: ইউনিসেফ



বিবরণ কয়েক দশকে একবার

পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায়

সাহিত্যে, মহাকাব্যে। সিনওয়ার

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। ইউনিসেফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ শুক্রবার বলেছে, দেশটিতে পাঁচ বছরের কম বয়সী পাঁচ লাখ শিশুসহ ৩১ লাখ মানুষ কলেরার ঝুঁকিতে রয়েছে। ইউনিসেফের মতে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে

কর্মসূচি ৮৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। জানা গেছে, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলটিতে ৭০ শতাংশের বেশি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে এবং ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের কয়েক মাস ধরে বেতন দেওয়া হয়নি। সুদানে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কলেরা, ম্যালেরিয়া, হাম ও ডেঙ্গু জ্বরের মতো মহামারি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সুদানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চলতি বছরের আগস্টে দেশটিতে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘোষণা করে। সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সংঘাত রাজধানী খার্তুম এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে, বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

সংঘাত শুরু হওয়ার পর টিকাদান

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে থামাতে পারবে না। হামাস ছিল এবং থাকবে বলে হামাসপ্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে করেন খামেনি। বিবৃতিতে খামেনি নিঃসন্দেহে প্রতিরোধ গোষ্ঠীর জন্য

্মৃত্যুতে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করেনি।

অবস্থায় বসে ছিলেন তিনি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা, ৪ কার্তিক ১৪৩১, ১৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি



আইনের শাসন

তীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা যেন

ললাটের লিখনে পরিণত হইয়াছে। নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচনের পরও এই সকল দেশে দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও সহিংসতা অব্যাহত থাকে। বৃহত্ গণতান্ত্ৰিক দেশের একটি অঙ্গরাজ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে এমন সংঘাত-সংঘর্ষ নূতন কিছু নহে। তবে অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের কিছুদিন পর তাহা স্তিমিত বা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কোনো কোনো দেশে তাহা সহজে বন্ধ হয় না, বরং তাহার জের মাসের পর মাস এমনকি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া চলিতে থাকে। সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন জানাইয়াছে যে, চলতি বত্সরের জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে দেশটিতে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দ্বন্দ্বে নিহত হইয়াছেন ৩৩ জন। তাহাদের মধ্যে ২৭ জনই ক্ষমতাসীন দলের লোক। অবশ্য এই হিসাবে সেই দেশটির বাহিরে নিহত ও বহুল আলোচিত একজন সংসদ সদস্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহাকে ধরিলে নিহতের সংখ্যা দাঁডাইবে ২৮ জন। এই সময় দেশে মোট রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটিয়াছে ৩৯৩টি। ইহাতে আহত হইয়াছেন ৩ হাজার ২২৪ জন। আরো উল্লেখ্য যে, ৩৯৩টি রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার ২০১টিই হইয়াছে ক্ষমতাসীন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে, যাহাদের অধিকাংশই আবার কোনো না কোনোভাবে সেই ক্ষমতাসীন দলটির সহিত সম্পুক্ত। জাতীয় নির্বাচনের পর কয়েক স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে তাহা অংশগ্রহণমূলক হয় নাই। প্রধান প্রধান বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করিলেও নির্বাচনোত্তর সহিংসতার হেত কী? ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল সহিংসতা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দন্দ, কোন্দল ও কলহের বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হইতেছেন। কেহ নির্বাচনে না আসিলে অন্যের জন্য মহাসুযোগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ইহার পরও অভ্যন্তরীণ মারপিট চলিতেছে কেন? বিশেষত যখন কোনো ক্ষমতাসীন দলে সুবিধাবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়, তখন সংগত কারণে সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা দেখা দেয়। কেননা তাহারা আসলে সেই দলের লোক নহেন, তাহারা বর্ণচোরা ও মুখোশধারী; কিন্তু এই নূতনরা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং নিজ নির্বাচনি এলাকাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগেন। এই জন্য নির্বাচনের পরপরই নিজ দলের প্রতিপক্ষদেরও ঝাঁটাইয়া ও পিটাইয়া বাহির করিয়া দিতে চাহেন। যেইভাবে ও যেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, নির্বাচনের পরও তাহাদের সেই একই সদস্ত বিচরণ ও আচরণ চলিতে থাকে। এখানে অন্য দলগুলির নির্বাচন না করিবার কারণ হইল, তাহাদের দাবি–নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হইতে হইবে। তবে অন্যরা বয়কট করিবার কারণে তাহাদের বয়কট করিবার কি কোনো কারণ রহিয়াছে? তাহাদের বিশ্বাস, নিজেদের মতো নির্বাচন করিয়াও তাহারা ঠিকই উতরাইয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু যাহারা একবার ফ্রাংকেনস্টাইনের মনস্টারের জন্ম দেন, সেই দানব নিজ প্রভুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। আজি হইতে ২০০ বত্সর পূর্বে ঔপন্যাসিক মেরি শেলি অল্প বয়সে লিখেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন :অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন সুইডিশ তরুণ বিজ্ঞানী যাহার নাম ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। যিনি সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষ পর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। এত বত্সর পরও তাহার এই চরিত্রটি বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যাহারা ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহারা এই সকল দানব তৈরি করিয়া ভাবেন তাহারা তাহাদের লোক: কিন্তু এই দানবরাই একদিন তাহাদের করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনে। তৃতীয় বিশ্বে এইভাবে যেই সকল মনস্টারের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আজ বুক ফুলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা এই যে–তাহারা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের সাহায্যে কীভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই ব্যাপারে অন্য কেহ কিছই জানেন না। অথচ তাহাদের ব্যাপারে আইনের শাসন কাজ করিলে এবং দল ও সংগঠন হইতে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হইলে এমন

অমিত শাহের নির্দেশে খুন করা হয় শিখ নেতা নিজ্জারকে: দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট



পরিণতি দেখিতে হইত না বিশ্ববাসীকে।

আপনজন ডেস্ক: ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দেশটির বিতর্কিত গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র)- এর কর্মকর্তার নির্দেশে খালিস্তানপন্থি নেতা হারদীপ সিং নিজ্জারকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন কানাডা সরকারের কর্মকর্তারা। মার্কিন প্রভাবশালী গণমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এদিকে বিষয়টি এরইমধ্যে কানাডার পক্ষ থেকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে অবহিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও গোয়েন্দা

সংস্থা 'র'-এর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নির্দেশে হারদীপ সিং নিজ্জারকে হত্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্ৰহে ভারতের কর্মকর্তারাও কাজ করেছেন। ভারত সরকার ও 'র' এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাসহ দেশটির কূটনীতিকদের কথোপকথন কানাডার কর্তৃপক্ষের কাছে আছে। ভারত ও কানাডার মিত্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র এবার দুই দেশের চলমান সংকট নিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। নিজ্জার ইস্যুতে নয়াদিল্লি নয়, বরং অটোয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ওয়াশিংটন। ভারতকে কানাডার অভিযোগের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। এদিকে গত বুধবার (১৬ অক্টোবর) কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, কানাডার সার্বভৌমত্বে আঘাত করে ভয়াবহ ভুল করেছে ভারত। তবে নয়াদিল্লির সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে জড়াতে চান না বলেও জানান ট্রডো। কানাডার জনগণের সুরক্ষার জন্যই জনসম্মক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া নিয়ে ভারত কী ভাবছে

য় আড়াই মাস হতে
চলল, বাংলাদেশ
থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে
শেখ হাসিনা একটি

সামরিক উড়োজাহাজে চেপে
দিল্লিতে অবতরণ করেছিলেন। তার
পর থেকে তাঁকে আর এক মুহূর্তের
জন্যও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁর
কোনো ছবি দেখা যায়নি। নানা
কথিত ফোনালাপের অডিও ফাঁস
হলেও সেগুলো যে তাঁরই কণ্ঠস্বর,
এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
ভারতে এসে নামার পর থেকে
তিনি যেন কার্যত হাওয়ায় মিলিয়ে
গেছেন!

শেখ হাসিনা (বা তাঁর সঙ্গে আসা ছোট বোন শেখ রেহানা) দিল্লিতে নামার পর থেকে কীভাবে আছেন, কোথায় আছেন, তা নিয়ে ভারত সরকারের মুখপাত্র, মন্ত্রী বা নীতিনির্ধারকেরা আজ পর্যন্ত একটি কথাও বলেননি; কোনো সংবাদ সম্মেলনে নয়, কোনো সাক্ষাৎকারেও নয়। তবে ভারত সরকার গত বহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে ও পরোক্ষে এটুকু শুধু জানিয়েছে যে শেখ হাসিনা এখনো ভারতেই অবস্থান করছেন। গত সপ্তাহে বিবিসি বাংলা জানিয়েছিল, শেখ হাসিনার আমিরাত বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে যাওয়ার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ফলে সেটুকু অন্তত এখন ভারত সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে। শেখ হাসিনা সরকারপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে যান। ৫ আগস্ট, ২০২৪ শেখ হাসিনা সরকারপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে যান। ৫ আগস্ট, ২০২৪ছবি: সংগৃহীত শেখ হাসিনার এই দেশে থাকা নিয়ে ভারত সরকার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখতে সফল হয়েছে, এটা যেমন ঠিক, তাঁকে কত দিন ভারতে রাখতে হবে, সে ব্যাপারে দিল্লি কিন্তু এখনো পুরোপুরি অন্ধকারে। দিল্লির সাউথ ব্লকের শীর্ষস্থানীয় এক সরকারি কর্মকর্তার ধারণা, বেশ লম্বা সময়ের জন্যই (ইট'স গোয়িং টু বি আ লং হল) শেখ হাসিনাকে ভারতে থাকতে দিতে এখন ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছে।

হবে। এ বাস্তবতার জন্যই সরকার তাহলে ভারত অতীতে যেভাবে তিব্বতি ধর্মগুরু দালাই লামা বা আফগান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাজিবল্লাহর স্ত্রী-সন্তানদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিল, শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিবিসি বাংলা দিল্লিতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তার ভিত্তিতে যে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, তা মোটামুটি এ রকম: প্রথমত, ভারতের চোখে এই মুহুর্তে শেখ হাসিনা হলেন একজন 'গেস্ট, বাট আন্ডার কমপালশন'। অর্থাৎ অতিথি, যাঁকে বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়েছে। নিজ দেশে তাঁর নিরাপত্তা

তিনি রাষ্ট্রের একজন সম্মানিত
অতিথি, যাঁকে বিশেষ পরিস্থিতিতে
বাধ্য হয়ে ভারতে চলে আসতে
হয়েছে। নিজ দেশে তাঁর নিরাপত্ত
বা সুরক্ষা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল
বলেই তিনি ভারতে এসেছেন,
এটাও ভারত খুব ভালো করেই
জানে। এখন এই 'অতিথি'র
স্ট্যাটাসেই তাঁকে দিনের পর দিন,
মাসের পর মাস এই দেশে রেখে
দেওয়া যেতে পারে—ভারতের
তাতে কোনো অসুবিধা নেই।
দেশের পুরোনো বন্ধু ও অতিথি
হিসেবে তিনি সব প্রাপ্য সম্মানই

দ্বিতীয়ত, পরে পরিস্থিতি অন্য রকম হলে অন্য কিছু ভাবা যাবে. কিন্তু এই মুহুৰ্তে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ভারতের নেই। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজেও রাজনৈতিক আশ্রয়ের (অ্যাসাইলাম) জন্য কোনো আবেদন করেননি। কিন্তু যদি সত্যিই পরে সে রকম কোনো প্রস্তাব আসে, ভারত সরকার জানে, এ ব্যাপারে দেশের সব দলই একমত হবে এবং শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করা কোনো সমস্যাই হবে না। কিন্তু এখনই

আগ বাড়িয়ে এ রকম কোনো



প্রায় আড়াই মাস হতে চলল, বাংলাদেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনা একটি সামরিক উড়োজাহাজে চেপে দিল্লিতে অবতরণ করেছিলেন। তার পর থেকে তাঁকে আর এক মুহূর্তের জন্যও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁর কোনো ছবি দেখা যায়নি। নানা কথিত ফোনালাপের অডিও ফাঁস হলেও সেগুলো যে তাঁরই কণ্ঠস্বর, এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ভারতে এসে নামার পর থেকে তিনি যেন কার্যত হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। লিখেছেন শুভজ্যোতি ঘোষ



পদক্ষেপ দিল্লি নিতে চাইছে না। ফলে এককথায় বলতে গেলে আপাতত ভারত শেখ হাসিনাকে 'আতিথেয়তা' দিতে চাইছে, 'আশ্রয়' নয়। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল বলেন, 'আপনারা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভারতে অবস্থান নিয়ে জানেন... তাঁকে এখানে খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে চলে আসতে হয়েছিল প্রধানত সুরক্ষার কারণে। তিনি এখনো সেভাবেই আছেন।' এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে রণধীর জয়সোয়াল এটুকু অন্তত প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন, শেখ হাসিনা এখনো ভারতেই অবস্থান করছেন। তবে এরপরও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বহু প্রশ্নের জবাব এখনো অজানাই রয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, গত আড়াই মাসে শেখ হাসিনার গতিবিধি নিয়ে ঠিক কতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, আর কোনগুলো নেহাতই জল্পনা বা গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে? বিবিসি বাংলার নিজস্ব

১) গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত শেখ হাসিনা আগাগোড়া ভারতেই ছিলেন, ভারতেই রয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে বা আমিরাতের আজমান শহরে পাড়ি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; তৃতীয় কোনো দেশে যাওয়ার জন্য তিনি বিমানেও চাপেননি। বিমানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে, এখবরও সম্পূর্ণ অসত্য।

২) ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় দিল্লির কাছে

অনুসন্ধান বলছে:

গাজিয়াবাদের হিঙ্কন বিমানঘাঁটিতে এসে নামলেও পরবর্তী দু—তিন দিনের মধ্যেই তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এটাও নিশ্চিত। হিঙ্কন মূলত ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি। সেখানে একজন ভিভিআইপি অতিথির লম্বা সময়ের জন্য থাকার কোনো সুব্যবস্থা নেই। কাজেই শেখ হাসিনাকে সেখানে থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রথম সযোগেই।

ত) শেখ হাসিনা যাতে প্রয়োজনে
তৃতীয় কোনো দেশে সফর করতে
পারেন, এ জন্য ভারত সরকার
তাঁকে 'ট্রাভেল ডকুমেন্ট' (টিডি)
দিয়েছে—এ মর্মেও সম্প্রতি
সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।
ভারত সরকার কিন্তু ট্রাভেল
ডকুমেন্ট নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে
গেছে, বিষয়টি স্বীকার বা অস্বীকার,
কিছুই করেনি। ফলে শেখ হাসিনা
ভারতের কাছ থেকে টিডি
পোয়েছেন, এটাও নিশ্চিতভাবে বলা
যাচ্ছে না।
৪) শেখ হাসিনা এখনো ভারতেই

আছেন, সরকার এটা নিশ্চিত
করলেও তিনি রাজধানী দিল্লিতেই
আছেন কি না, সেটা কিন্তু নিশ্চিত
নয়। শেখ হাসিনা ঠিক কোথায়
থাকতে পারেন, তা নিয়ে দুরকম
জল্পনা শোনা যাচ্ছে—ক) বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থায় আঞ্চলিক পরিচালক
হিসেবে দিল্লিতে কর্মরত মেয়ে
সায়মা ওয়াজেদের বাসভবনে তাঁর
সঙ্গেই শেখ হাসিনাকে রাখার
ব্যবস্থা করা হয়েছে; আর খ)

দিল্লির কাছে উত্তর প্রদেশের মিরাট বা হরিয়ানার মানেসরে একটি আধা সামরিক বাহিনীর অতিথিনিবাস বা 'সেফ হাউসে' তিনি থাকছেন। বিবিসি বাংলা আভাস পেয়েছে, এর মধ্যে প্রথমটির কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু দ্বিতীয় জল্পনাটি সত্যি হলেও হতে পারে।

৫) শেখ হাসিনাকে গত আড়াই মাসের মধ্যে দিল্লির বিখ্যাত লোদি গার্ডেনে প্রাতর্ভ্রমণ করতেও দেখা যায়নি। তিনি রাজধানীর কোনো সুপারস্টোরে কেনাকাটাও করতে যাননি। এগুলো শতভাগ গুজব। এসব দাবির সপক্ষে কেউ কোনো ছবিও দেখাতে পারেনি, কেউ তাঁকে ওসব জায়গায় নিজের চোখে দেখেছেন–এমন দাবি নিয়েও এগিয়ে আসেননি। ৬) শেখ হাসিনাকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে খুবই 'নিরাপদ' কোনো জায়গায় রাখা হয়েছে, তিনি ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারছেন না– এটা যেমন ঠিক, তাঁকে 'গৃহবন্দী' রাখা হয়েছে বলাটাও কিন্তু সমীচীন নয়। প্রমাণ হিসেবে বলা চলে, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ফোনের অ্যাকসেস ঠিকই বহাল আছে, যুক্তরাষ্ট্র বা দিল্লিতে অবস্থানরত নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গেও তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ আছে। এমনকি দলের যে নেতা-কর্মীদের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ফোন নম্বর ছিল তাঁরাও অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন এবং কথাবাৰ্তাও বলেছেন। ৭) তবে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে ভারতে আসতে

সেশন'-এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়
এবং শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও এর
ব্যতিক্রম হয়নি। এখন তাঁর কাছ
থেকে ভারত কী (ডুজ অ্যান্ড
ডোন্টস) প্রত্যাশা করছে, তার
কোনটা বলা উচিত বা কোনটা বলা
উচিত নয় বলে মনে করছে, এসব
সেশনে ভারতের শীর্ষ নিরাপত্তা
কর্মকর্তারা তাঁকে সে ব্যাপারে ব্রিফ
করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকেও
নোটস' নিয়েছেন–বিবিসি এটাও
নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছে।
'বিন বুলায়ে মেহমান'
হিন্দি ভাষায় একটা কথা আছে,

হয়েছে, তারপর যেকোনো

অতিথিকেই কিছু 'ডিব্রিফিং

'বিন বুলায়ে মেহমান', মানে যে অতিথি বিনা আমন্ত্ৰণেই আপনার ঘরে এসে পোঁছে যান। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম সারির এক কর্মকর্তা বিবিসিকে বলছিলেন, 'শেখ হাসিনাকে বাস্তবিকই হয়তো 'বিন বুলায়ে' দিল্লিতে চলে আসতে হয়েছে, কিন্তু তিনি যে আমাদের মেহমান, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই।'

নেই।
ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত অজয়
বিসারিয়াও মনে করেন, শেখ
হাসিনাকে ভারতে থাকতে দেওয়াটা
দিল্লির জন্য স্পর্শকাতর দ্বিধার
(ডেলিকেট ডিলেমা) বিষয় হতে
পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে,
তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দেশে
রাখা ছাড়া ভারতের সামনে দ্বিতীয়
কোনো রাস্তা নেই।

এ দেশের কূটনৈতিক মহলের বা

ফলে ভারতের জন্য শেখ হাসিনার

'মেহমানদারি' বা আতিথেয়তায়

ঘাটতি রাখারও কোনো অবকাশ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের
বিশ্লেষকেরাও প্রায় সবাই একমত,
এই সংকটের মুহূর্তে শেখ হাসিনার
পাশে ভারতকে দাঁড়াতেই হবে।
কারণ, তা না করলে আগামী দিনে
দক্ষিণ এশিয়া বা প্রতিবেশী কোনো
দেশের কোনো নেতাই ভারতের
বন্ধুত্বে ভরসা রাখতে পারবেন না।
আর সেই পুরোনো বন্ধুত্বের মর্যাদা
দেওয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক রাস্তা
হলো, শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রীয়
অতিথির সম্মান দিয়ে যত দিন
দরকার, তত দিন ভারতেই রেখে

তবে এত কিছু ছাপিয়ে দিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত দুর্গাপৃজার প্রাঙ্গণে বাঙালিদের আড্ডায় সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা ছিল, শেখ হাসিনা কি এবারে ইলিশের ভরা মৌসুমে বাংলাদেশের ইলিশ খেতে পেলেন? তাঁকে নিয়ে অন্য অনেক প্রশ্নের মতো এটার উত্তরও রহস্যে মোড়াই থেকে

দিল্লির থিঙ্কট্যাংক আইডিএসএর জ্যেষ্ঠ ফেলো স্মৃতি পট্টনায়ক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালে শেখ হাসিনা যখন সপরিবার ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তখনো কিন্তু কৌশলে তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়নি; বরং পরিচয় গোপন রেখে তাঁকে রাষ্ট্র একজন অতিথি হিসেবেই রেখেছিল। সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছিলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই ঘটনার প্রায় অর্ধশতাব্দী বাদে আজকের নরেন্দ্র মোদি সরকারও ঠিক একই রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর যেভাবে ছদ্মপরিচয়ে ও গণমাধ্যমের নজর

পরিবারের সদস্যদের দিল্লিতে রাখা সম্ভব হয়েছিল, আজকের যুগে তা সম্ভব নয় সংগত কারণেই! কিন্তু আতিথেয়তার চরিত্র বদলালেও সেটা কিন্তু আজও আতিথেয়তাই থাকছে, আর অতিথি হিসেবে তাঁকে রেখে দেওয়াটাই এই কূটনৈতিক সমস্যার আপাতত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান বলেই দিল্লি মনে করছে। দিল্লিতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি যে ভারত ও বাংলাদেশের নতুন সরকারের মধ্যে সম্পর্কে অস্বস্তির

এড়িয়ে শেখ হাসিনা ও তাঁর

উপাদান হয়ে উঠতে পারে, এটা অবশ্য বহু পর্যবেক্ষকই মানেন। যেমন লন্ডন স্কুল অব
ইকোনমিকসের অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির লেখক-গবেষক অবিনাশ পালিওয়ালের মতে, 'ভারতেই যদি শেখ হাসিনা থেকে যান, তাহলে সেটা হয়তো দুদেশের সম্পর্কে ডিল-ব্রেকার হবে না, কিন্তু দ্বিপক্ষীয় কৃটনীতিকে তা জটিল তো করবেই!'

হলো, তিনিই যদি ভারতে আশ্রয় পান, তাহলে সেটা দুই দেশের সম্পর্কে অবশ্যই অস্বস্তি বয়ে আনবে এবং সেই লক্ষণ আমরা এর মধ্যে দেখতেও পাচ্ছি,' বলছিলেন ড. পালিওয়াল। এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারত যদি ঘটা করে শেখ হাসিনাকে

রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে যায়,

তাতে অবশ্যই আরও কূটনৈতিক

ভালো হবে শেখ হাসিনা এখন
'যেভাবে আছেন, সেভাবেই
থাকুন', মানে সেটা দেশের
অতিথির স্ট্যাটাসে এবং অবশ্যই
যত দিন দরকার।
রাজনৈতিক আশ্রয়ের ভালো–মন্দ
এত কিছুর পরও হয়তো আগামী
দিনে শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক

দিল্লি মনে করছে, তার চেয়ে বরং

জলঘোলা হবে।

আশ্রয় দেওয়ার কথা ভারতকে বিবেচনা করতে হতে পারে। অতীতে যেমন তিব্বতের দালাই লামা, মালদ্বীপের মোহাম্মদ নাশিদ কিংবা আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নাজিবুল্লাহর মতো বিদেশি নেতাদের অনেককেই ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। নাজিবুল্লাহ নিজে অবশ্য আশ্রয় পেয়েও ভারতে আসতে পারেননি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা দিল্লিতে বহু বছর কাটিয়েছিলেন। হাই প্রোফাইল কোনো বিদেশি নেতা-নেত্রীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হলে সেটা সাধারণত পার্লামেন্টে ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়; যদিও তা বাধ্যতামূলক কিছু নয়। দালাই লামার ক্ষেত্রে যেমন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৫৯ সালে নিজেই পার্লামেন্টে সে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, আর নাজিবুল্লাহর পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার কথা কয়েক বছর পরে পার্লামেন্টে জানান আই কে গুজরাল।

শেখ হাসিনা প্রথম দফায় (১৯৭৫-৮১) যখন ভারতে ছিলেন, তখন সেটা অবশ্য কাগজে-কলমে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' ছিল না। ফলে পার্লামেন্টে তা জানানোরও প্রশ্ন ওঠেনি। তবে তখন শেখ হাসিনা ছিলেন শুধুই প্রয়াত শেখ মুজিবের কন্যা; আর এখন তিনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে যিনি প্রায় ২১ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। ফলে এ রকম একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে যদি খুব দীর্ঘ সময় ভারতে রাখার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে 'রাজনৈতিক আশ্রয়' দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে হতে পারে বলে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক মনে করছেন। শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা খুব বড় সুবিধা হলো, ভারতে কোনো রাজনৈতিক দলই সম্ভবত এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে না। ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও বিরোধী দল কংগ্রেস উভয় দলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক দারুণ। নরেন্দ্র মোদি কিংবা গান্ধী পরিবারের সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী–তাঁদের সবার সঙ্গেই শেখ হাসিনার একটা নিজস্ব 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসায়ন' (পারসোনাল কেমিস্ট্রি) গড়ে উঠেছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) সাউথ এশিয়া স্টাডিজের অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলছিলেন, 'মনে রাখতে হবে, দালাই লামাকে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও কিন্তু বিরোধিতা করেছিলেন ভারতের

কমিউনিস্টরা, যাঁরা তখন চীনের

খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু শেখ

এলে ভারতের সব দলই যে তা স্বাগত জানাবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। কারণ, তিনি যে পরীক্ষিত ভারত-বন্ধু, এটা নিয়ে গোটা দেশেই একটা 'ব্রড কনসেনসাস' (সার্বিক ঐকমত্য) আছে।² শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার আরেকটি বড় সুবিধা হলো, তিনি এই স্বীকৃতি পেলে তাঁকে 'প্রত্যর্পণ' করার বা বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার যেকোনো অনুরোধ শুধু সেই যুক্তিতেই ফেরানো যাবে। অর্থাৎ ভারত যাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে, তিনি নিজ দেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন–এ আশঙ্কা থেকেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে; কাজেই তাঁকে বিচারের জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আবার এতে অসুবিধার দিকটা হলো, শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও অবধারিতভাবে তিক্ত হবে। বাংলাদেশে একটা শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাবও হয়তো ইন্ধন পাবে। যেহেতু বৰ্তমান বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ ও 'স্টেক' শত শত কোটি টাকার, তাই দিল্লি সেই ঝুঁকি আগ বাড়িয়ে নেবে কি না, সেটাও দেখার বিষয়! গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং এরপর এই পটভূমিতেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ারা জারি করেছেন এবং বাংলাদেশ

সরকারও জানিয়েছে, তারা এই নির্দেশ বাস্তবায়নে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। যদি নির্ধারিত এক মাসের মধ্যে এই পরোয়ানা কার্যকর করতে হয়, তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, খুব শিগগির বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ভারতের কাছে লিখিত দাবিও জানানো হবে। এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে ভারত সরকার অবশ্য সেদিনই (১৭ অক্টোবর) কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল শুধু বলেছেন, 'আমরাও এসব প্রতিবেদন দেখেছি, কিন্তু এগুলো নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।' তবে এর আগেই দিল্লিতে বহু সাবেক কূটনীতিবিদ ও বিশ্লেষক বিবিসিকে বলেছেন, তাঁরা নিশ্চিত যে দুই দেশের মধ্যকার প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী যদি শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধও আসে, ভারত কোনোমতেই তা মেনে নেবে না এবং দরকারে হাজারটা যুক্তি দিয়ে বছরের পর বছর সময়ক্ষেপণ করবে! তাঁরা মনে করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়াটাই প্রত্যর্পণের অনুরোধ

দেওয়াটাই প্রত্যর্পদের অনুরোধ
নাকচ করার একমাত্র রাস্তা নয়,
এটার জন্য আরও নানা উপায়
আছে।
অন্যভাবে বললে, শেখ হাসিনাকে
রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবেই ভারতে
রেখে দিয়েও সেই অনুরোধ ফিরিয়ে
দেওয়া সম্ভব।
এ কারণেই দিল্লিতে পর্যবেক্ষকেরা
অনেকেই মনে করছেন, শেখ
হাসিনাকে কৌশলগতভাবে কোন

পরিচয়ে বা কোন স্ট্যাটাসে রাখা

হলো, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়;

দীর্ঘ সময়ের জন্য রেখে দিতে

বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারত তাঁকে

প্রস্তুত।

ঢাকায় ভারতের সাবেক
হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশের
কথায়, 'উনি গেস্ট হিসেবে
থাকলেন, নাকি অ্যাসাইলাম
পেলেন, সেটা কোনো বড় কথা
নয়। বড় কথা হলো, তাঁকে প্রাপ্য
সম্মান দিয়ে ভারতেই রাখা হচ্ছে
কি না। ইংরেজিতে যেমন বলে না,
আ রোজ ইজ আ রোজ! মানে
গোলাপকে যে নামেই ডাকো, সে
গোলাপই থাকে; ঠিক তেমনি শেখ
হাসিনা ভারতের অ্যাসাইলাম পান
বা গেস্ট হিসেবে থাকুন, তাতে
কিছু আসে–যায় না। তিনি
ভারতের চোখে শেখ হাসিনাই

থাকবেন।' ভারতে শেখ হাসিনার এই দফার অভাবিত অবস্থান নিয়ে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় সত্যি! সৌ: বিবিসি নিউজ বাংলা

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আমবাগানে

যুবকের ঝুলন্ত

প্রথম নজর

শ্যামপুরে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক

কলকাতা আপনজন: সম্প্রতি শ্যামপুরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জামাআতে ইসলামী হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা। আজ এক প্রতিনিধিদল শ্যামপুরের উদ্যেশ্য রওনা হলে রাস্তার মাঝে শ্যামপুর যাওয়ার পথেই বাগনানের পর পটল ডাঙা নামক এক স্থানে পুলিশ প্রশাসন শ্যামপুরে ১৪৪ ধারা জারি আছে বলে তাদের গাড়ি আটকে দেন এবং পরে হাওড়া রুরাল এর এসডিপিও জামাত প্রতিনিধি দলকে বাগনান থানার প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন। বাগনান থানায় প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে শ্যামপুরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয় জামাতের প্রতিনিধি দলের। দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ

জানায় জামাআতে ইসলামী

সদস্য শাদাব মাসুম।

হিন্দের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর



সহিংসতার ঘটনায় কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রশাসন যেন প্রকৃত অপরাধীদেরকে খুঁজে বার করে এবং কেবলমাত্র যারা এই সহিংসতা ঘটানোর ষড়যন্ত্ৰ ও উসকানি দিয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয় -- সে দাবি জানান তিনি। প্রতিনিধি দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামা'আতে ইসলামী হিন্দের বিভাগীয় সম্পাদক সাদাব মাসুম সাহেব, এডভকেট রফিকুল ইসলাম সাহেব, দাওয়াহ বিভাগের সেক্রেটারি জনাব নাসিম আলী সাহেব,হাওড়া জেলার জেলা নাজিম ডাক্তার নুর আহমাদ মোল্লা সাহেব,সহকারী জেলা নাজিম সেখ জামিনুল ইসলাম সাহেব ও

আইনশৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে থানা ঘেরাও কর্মসূচি কংগ্রেসের

প্রতিবাদে ময়ূরেশ্বর - ১ নং ব্লক

প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে

উল্লেখ করা হয় যে, ধর্ষণ,খুন ও

গুরুত্ব সহকারে বিচার করে

করতে হবে। এফ.আই.আর.

পাঠানো চলবে না।দলমত

প্রশাসনের প্রতিভূ হোক।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নিৰ্বিশেষে পুলিশ কে সক্ৰিয় হতে

হবে। পুলিশ শাসক দলের নয়,

নেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় রঙ বিচার

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে থানা

অভিযান কালিয়াচক-২ ব্লুকে

পাঠানো চলবে না, দলমত

নির্বিশেষে পুলিশকে সক্রিয় হতে

হবে, পুলিশ শাসকদলের নয়

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় রং বিচার

করা চলবে না, বিরোধী স্বরকে

বন্ধ করতে হবে, শাসক দলের

অঙ্গুলিহেলনে নয়, পুলিশ চলুক

এদিনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

কংগ্রেস সভাপতি দুলাল সেখ,

চৌধুরী, যুব সভাপতি

করেন, কালিয়াচক-২ ব্লক জাতীয়

মালদা জেলা পরিষদ সদস্য সায়েম

আখতারুজ্জামান সহ দলের মহিলা

কর্মীবৃন্দরা। কালিয়াচক-২ ব্লক

জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি দুলাল

দাবি জানিয়ে মোথাবাড়ি থানার

সেখ জানান, আজকে অনেকগুলি

ভারপ্রাপ্ত অধিকারিককে ডেপুটেশন

বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো

প্রশাসনের প্রতিভূ হোক,

দমানোর লক্ষ্যে সরকার

নারী নির্বাতন এরং ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে

वाष्ट्राव प्रकल 📞

দিলাম। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যেসব

অন্যায় অত্যাচার ও অরাজকতা

চলছে তার প্রতিবাদে আমাদের

ঘেরাও ও ডেপুটেশন দিলাম।

করলাম যেসব ঘটনা রাজ্যের

না ঘটে। মোথাবাড়ি থানার

বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে সেসব ঘটনা

যেন আমাদের এখানে কোনভাবেই

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আমাদের পূর্ণ

আস্থা দিয়েছেন এরকম কোন ঘঢনা

মোথাবাড়ি থানার বুকে ঘটবে না।

মালদা জেলা পরিষদ সদস্য সায়েম

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও

ও ডেপুটেশন কর্মসূচি করলাম।

আমাদের সাত দফায় এদিনের

ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পুলিশ

প্রশাসন কোন দলের হয়ে নয়,

পুলিশ যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ

করেন। আমরা এই আশা পুলিশ

প্রশাসনের কাছ থেকে করছি।

চৌধুরী বলেন, আমাদের ব্লক

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে থানা

আমরা এখানকার পুলিশকে অবগত

लिশ छिंगन घ्वता ३

আজিম সেখ 🖲 বীরভূম আপনজন: সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে অধীর চৌধুরীর জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন শুভঙ্কর সরকার। সদ্য নবনিযুক্ত জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির নির্দেশ অনুযায়ী ১৯ শে অক্টোবর,শনিবার রাজ্য ব্যাপী একযোগে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও লাগাতার নারী নির্যাতন তৎসহ ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রাতিবাদ জানাতেই মূলত রাজ্যের প্রতিটি থানায় বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী বলে জানা যায়। সেইপ্রেক্ষিতে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার ন্যায় ময়ূরেশ্বর বিধানসভার মল্লারপুর থানায় বেলা ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এক ঘন্টা উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিক্ষোভ ও থানা ঘেরাও করে কর্মসূচি পালন করা হয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস কর্মীদের বক্তব্য, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি আজ কালিমালিপ্ত। ধর্ষণের মতো সামাজিক রোগ আজ ক্রমবর্ধমান। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের

নাজমুস সাহাদাত 🔵 কালিয়াচক আপনজন: শনিবার পশ্চিমবঙ্গ

প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি, লাগাতার নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঘটনার

প্রতিবাদে রাজ্যের সকল পুলিশ স্টেশন ঘেরাও কর্মসূচি হয় রাজ্যজুড়ে। গোটা রাজ্যের

পাশাপাশি কালিয়াচক-২ জাতীয়

কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে মালদার

ব্লক কংগ্রেস কর্মীবৃন্দদের। এদিনের

মোথাবাড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচি

থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে তাদের

বক্তব্য, রাজ্যজুড়ে আইন-শৃঙ্খলার

চরম অবনতি এবং লাগাতার নারী

সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের

নির্যাতন তৎসহ ধর্ষণ খুনের ঘটনায়

ভাবমূর্তি আজ কালিমা লিপ্ত। সারা

রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের পরিবেশ তৈরি

হয়েছে। ধর্ষণের মতো সামাজিক

নির্বিকার ভূমিকায় সাধারণ মান্য

অনুযায়ী আজ সারা রাজ্যের সমস্ত

নিৰ্যাতন সহ অভিযোগ গুলি গুৰুত্ব

সহকারে বিচার করে তৎক্ষণাৎ

থানায় আসলে তাকে ফেরত

এফ.আই. আর. নথিভূক্ত করতে

হবে. কেউ এফ.আই. আর. করতে

রোগ আজ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু

পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের

আজ হতাশ। এমতবস্থায় এই

পরিস্থিতির প্রতিকারে এবং

প্রতিবাদে পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ

কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি

থানার সঙ্গে সঙ্গে মোথাবাডি

থানাতেও আমরা নিম্ন বর্ণিত

স্মারকলিপি পেশ করলাম।

আমাদের দাবি, ধর্ষণ, নারী



কণ্ঠস্বরকে দমানোর লক্ষ্যে সরকার হতাশ। এই পরিস্থিতির প্রতিকার ও বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো বন্ধ করতে হবে। শাসকদলের কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি অঙ্গুলি হেলনে নয়, পুলিশ চলুক আইনের শাসন মেনে।এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেলা নারী নির্যাতন সহ অভিযোগগুলোর কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা।এছাড়াও ছিলেন ময়ূরেশ্বর - ১ নং ব্লক কংগ্রেস তৎক্ষণাৎ এফ,আই.আর. নথিভুক্ত সভাপতি পার্বতী কুমার চৌধুরী, করতে থানায় আসলে তাঁকে ফেরত জেলা যুব কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বজরুল হক, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, সমীর দত্ত, ধীরেন দুলুই, সাকাল সেখ,এস.এম. কামারুজ্জামান, ছোটু লেট, পায়েল সুলতানা, মাধব দাস প্রমুখ করা চলবে না। বিরোধী দলগুলির

বালুরঘাটে মহিলা তৃণমূলের বিজয়া সভা

অমরজিৎ সিংহ রায় 🗕 বালুরঘাট আপনজন: শনিবার বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হলো বিজয়া সন্মিলনী। দুর্গাপুজোর পর এবার বিভিন্ন জেলায় বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন রাজ্যের শাসক দলের। বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্য জুড়ে বিজয়া সন্মিলনী শুরু করছে তৃণমূল কংগ্ৰেস। সেই মতো এদিন জেলা সদর বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সন্মিলনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে আয়োজিত এদিনের এই বিজয়া

সন্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রদীপ

করেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা

উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট

পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক

প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে

কুমার মিত্র, জেলা মহিলা তৃণমূল

কংগ্রেস নেত্রী স্নেহলতা হেমরম.



জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি, তৃণমূল নেতা মফিজ উদ্দিন মিয়া সহ আরো অনেকে। মূলত বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে আগামী নির্বাচনের আগে জনমানুষের সংযোগ আরও মজবুত করতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্ৰেস নেত্ৰী স্নেহলতা হেমরম জানান, 'রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে শনিবার বালুরঘাটে এই বিজয়া সন্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

সারিউল ইসলাম

মূর্শিদাবাদ আপনজন: সাত সকালে আমবাগান থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ভগবানগোলা থানার ওলাপুর এলাকায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম সুজন শেখ (২৯)। পরিবার সূত্রে খবর, গতরাতে যুবক বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়। শনিবার ভোরে যুবকের মা দেখেন তার ছেলে বাড়িতে ফেরেনি, বাড়ির আশেপাশে খোঁজ শুরু করেন। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই একটি আম বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় সুজনের দেহ দেখতে পান তার মা। পরবর্তীতে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ভগবানগোলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, সুজন আত্মহত্যা করেনি। তাকে খুন করা

নারী ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ কংগ্রেসের



দেবাশীষ পাল 🔵 মালদা আপনজন: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা অবনতি,লাগাতার নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আহবানে আজ বেলা ১১ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন হয়।এদিন বামনগোলা থানার,, বামনগোলা বাস স্ট্যান্ড থেকে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা হাতে প্ল্যাকাড ও ফেস্টুন নিয়ে.. র্যালি করে বামনগোলা

থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ

দেখাতে থাকে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।কংগ্রেসের সদস্য জয়ন্ত সারকার বলেন-- আরজিকার সহ বিভিন্ন হসপিটাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে নারী নির্যাতন সহ ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে তারই প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে থানা কেরা কর্মসূচি চলছে এছাড়াও বামন গোলা ব্লকের পাকুহাট ডিগ্রী কলেজে প্রিন্সিপাল নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে আজ বামনগোলা আইসি হাতে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়।

চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন ফরাক্কায়



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 অরঙ্গাবাদ আপনজন: ফরাক্কায় চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার মহাদেবনগরের গোপালনগরে। মৃত ওই যুবকের নাম কারীম সেখ(২৮)। তার বাড়ি ফরাক্<u>কা</u> থানার মহাদেবনগর পঞ্চায়েতের মধ্য মহাদেবনগর গ্রামে। জানা গিয়েছে, ফরাক্কার মহাদেবনগর এলাকায় কয়েকদিন থেকেই ঘনঘন চুরি হচ্ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে মধ্য মহাদেবনগর থেকে গোপালনগরে চুরি করতে এসেছিল ওই যুবক। তখনই কার্যত জনতার হাতে ধরা পড়ে যায় সে। চলে উত্তম মধ্যম। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে কারীম সেখ নামে ওই যুবক। তাকে জরুরী ভিত্তিতে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয়

প্রদান গলসি থানায়



আজিজুর রহমান 🔵 গলসি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও

নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ জানাতেই তাদের ওই কর্মসূচি বলে জানান দলীয় নেতারা। এদিন বেলা এগারোটা

নাগাদ থানার গেটে স্লোগান দেন তারা। এরপরই থানায় প্রবেশ করে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গলসী ১ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সেখ নবিরুল হক, গলসী ২ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অসীম দত্ত, গলসী বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আকিব জাভেদ মন্ডল সহ দলীয় নেতাকর্মীরা। গলসী থানার ওসি তাদের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান কংগ্রেস নেতারা।

কংগ্রেসের স্মারকলিপি



আপনজন: শনিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গলসী থানায় স্মারকলিপি প্রদান করল জাতীয় কংগ্রেস। গলসী ১ ও ২ নং ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

তৃণমূলের রক্তদান শিবির জয়নগরে প্রার্থী করল বিজেপি



সঞ্জীব মল্লিক 🗕 বাঁকুড়া আপনজন: রাজ্যের ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। রাজ্য বিজেপি তরফে শনিবার সন্ধ্যায় জানানো হয়েছে, তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন অনন্যা রায় চক্রবর্ত্তী। উল্লেখ্য, এক সময় 'দাপুটে' তৃণমূল নেত্রী হিসেবে পরিচিতি ছিল অনন্যা রায় চক্রবর্ত্তীর। কিন্তু গত পৌরসভা নির্বাচনে শাসক দল তাঁকে প্রার্থী না করায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে 'নির্দল' হিসেবে

প্রতিদ্বন্দিতা করে জয়লাভ করেন তিনি। এই অবস্থায় তৃণমূল থেকে 'বহিস্কার' করা হয়। পরে গত ২১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে ওই দলে যোগ দেন তিনি। এবার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে সেই 'তৃণমূল ত্যাগী' অনন্যা রায় চক্রবর্ত্তীতেই আস্থা রাখলো গেরুয়া শিবির। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর এদিন সন্ধ্যায় বাঁকুড়া শহরের বাড়িতে বসে অনন্যা রায় চক্রবর্ত্তী বলেন, আমার বিশ্বাস এই উপনির্বাচনে আমি জিতব।

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় 🔵 জয়নগর

আপনজন: মানুষের জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন রক্তের। আর রক্তের সেই প্রয়োজন মেটাতে দরকার রক্তদান শিবিরের।আর তাই শনিবার জয়নগর বিধানসভার গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তের যোগান মেটাতে জয়নগর ২ নং ব্লকের ঠাকুরচক তেলিপুকুর এফ পি স্কুলে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল।উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম সেখ,ওয়াহিদ মোল্লা, গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশিদ মোল্লা, গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েত প্রধান সালমা মোল্লা সহ

আরো অনেকে।

আমতায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ



আপনজন: কংগ্রেসের বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি ও ডেপুটেশন হল হাওড়া জেলার আমতা কেন্দ্র এর জয়পুর থানা | উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি সেখ হাফিজুর রহমান ,সম্পাদক- সুপ্রিয় ঘোষ, হরিপদ রায় আমতা কেন্দ্র কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সমর মল্লিক ,আমতা কেন্দ্রের অন্যতম নেতা গোলাম মর্তুজা, যুব নেতা দীপক পাল ও আমরাগুড়ি অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি রামিজুল হক, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য মমতাজ আহমেদ প্রমুখ। ছবি: বাবু হক

জমিয়তের ত্রাণ সংগ্রহ বীরভূমে



সেখ রিয়াজুদ্দিন 🗕 বীরভূম আপনজন: সম্প্রতি বিভিন্ন জেলার

একাধিক জায়গা বন্যার কবলে পড়ে। যার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকেও জেলার বন্যা কবলিত এলাকার মধ্যে অসহায় এবং গৃহহীন মানুষদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানোর লক্ষ্যে ত্রাণ সংগ্রহের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই প্রেক্ষিতে বীরভূম জেলা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের একাধিক শাখা থেকে নগদ অর্থ এবং ত্রাণ সামগ্রী শনিবার এসে পৌঁছল দুববাজপুর ব্লকের সদাইপুর থানার যাত্রা গ্রামে অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া মাদানি শান্তি মিশন মাদ্রাসায়। আগামী ২৪ অক্টোবর জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর হাতে তা তুলে দেওয়া হবে বলে জানান বীরভূম জেলা জমিয়ত সভাপতি মৌলানা আনিসুর

এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, এই ইউসুফ খান সাহেব প্রমুখ। বারুইপুর থানায়

ডেপুটেশন কংগ্রেসের



মন্ডলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও

বারুইপুর থানায় ডেপুটিশন জমা

হাসান লস্কর 🔵 বারুইপুর আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলা প্রত্যেকটি জেলার থানা গুলিতে শনিবার বিক্ষোভ ও ডেপটেশন জমা দেওয়ার কর্মসচি

সেই মতাবেক দক্ষিণ চব্বিশ

নেয় তারা।

পরগনা জেলার বারুইপুর থানার সামনে জেলা প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রতাপ

দেওয়ার কর্মসূচি পালন করে তারা। এই অনুষ্ঠানে বেশ কিছু প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা সহ কর্মী উপস্থিত ছিল। মূলত এই কর্মসূচি কারণ হচ্ছে পশ্চিমবাংলা জুড়ে আইনশৃঙ্খলা চূড়ান্ত অবনতি, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, খুন দুর্নীতি ও প্রশাসনের নিজ্ঞিয়তার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি ডাক দেয়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলে এই কর্মসূচি।

পিটিয়ে খুন হওয়া মিদ্যার বাড়িতে নওশাদ



আপনজন: গত মাসের ১৪ তারিখে বাঁকুড়া থানার জলহরি গ্রামের নাসরুল মিদ্যাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। অভিযোগ, তিনি নাকি মোটরবাইক নিয়ে একটি ফুচকা বিক্রেতাকে ধাকা মেরেছিলেন। ঘটনাটি বাঁকুড়া শহরের কাছে বোলাড়া বুরুট গ্রামে ঘটেছিল। গণপিটুনির অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ২৩ দিনের মাথায় এই পাঁচজনই জামিন পেয়ে গেছে শনিবার জলহরি গিয়ে আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য নওসাদ সিদ্দিকী নিহতের পরিবার ও গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। তিনি পুলিশের গাফিলতির তীব্র ধিক্বার জানান। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের গা ছাড়া মনোভাবের ফলে এই তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক 🍑 বাঁকুড়া

শুধু ঢিমেতালে চলছে শুধু নয়, অপরাধীরা জামিনও পেয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি গ্রামবাসীদের কোন প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরির অপচেষ্টাকে সম্মিলিতভাবে রুখে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই ঘটনার

পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেনি। এমনকি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও কেউ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। নওসাদ সিদ্দিকী সরকারের কাছে আর্থিক ক্ষতিপুরণ দেওয়ার দাবী তুলে বলেন, ঘটনার একমাস হয়ে যাওয়ার পরও পরিবার নিহতের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পায়নি। অবিলম্বে এই রিপোর্ট হাতে পেতে তিনি পরিবারকে পুলিশ আধিকারিকদের কাছে চিঠি দেওয়ার পরামর্শ দেন।

উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে





প্রবন্ধ: শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ

📕 নিবন্ধ: ব্রিটিশ বিরোধী অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ.কে. ফজলুল হকের অবদান

📕 অণুগল্প: হাফটিকিট

📕 বড় গল্প: হুমকির মুখে

📕 ছড়া-ছড়ি: ওগো বিশ্বনবী

টিপুর পরিবারের বেগমদের

আপনজন ■ রবিবার ■ ২০ অক্টোবর, ২০২৪

হর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ



ণহর কলকাতায় এখন মুসলমান সমাজের আধিপত্য আর অতীত দিনের

মতো নেই। অথচ, শহর কলকাতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে মুসলমানদের পদচারণা। শহর কলকাতার উত্থানের সঙ্গে তাই মুসলমান ভাবানুষঙ্গ সম্পৃক্ত। কলকাতার ইতিহাস-ঐতিহ্যের মশাল জ্বালানোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান আজ বিস্মৃতপ্রায়। নওয়াব যুগ, ইস্ট ইভিয়া কোম্পানি কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তীতে শহর কলকাতায় মুসলমানদের সেই অনালোকিত ইতিহাস রোমন্থন করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানী খাজিম আহমেদ।

গত সপ্তাহের পর

থেকে ১৯ শতকের সিকি অংশ সময় পর্যন্ত সিলাই করা কাপড় পরিধানের বিষয়টি ছিল খুবই কম। ক্রমেই আর্চ বা খিলানযুক্ত বাড়ি ও সেলাই করা কাপড় পরিধানের অভ্যাস ক্রমেই জনপ্রিয় হতে থাকে। decent life-এর জন্য এগুলি বি**শে**যভাবে জরুরি ছিল। শিল্প সংক্রান্ত এই বিষয় দুটির কৃতিত্বের দাবি মুসলমানদেরই প্রাপ্য। সেই দর্জি শিল্প এখনও মুসলমান ওস্তাগররাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। যদিচ হালফিল উক্ত ব্যবসায় মারোয়াড়ী ও গুজরাটিরা প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমরা মোগলাই খানার প্রসঙ্গে বিরিয়ানির কথা তুলেছিলাম। তখন বিরিয়ানি ছাডাও হরেক কিসিমের মোগলাই খানা– যেমন সিক কাবাব, কাঠি কাবাব, বোটি কাবাব, সামি কাবাব, হাঁড়িয়া কাবাব, সুতলি কাবাব,

টিকিয়া কাবাব, মাহি কাবাব, গলোটি কাবাব, আফগানি কাবাব, কিমা কাবাব, মুর্গা মুসাল্লাম, রেজালা, হাড়বিহীন মুর্গির কাবাব, হাড়বিহীন মাহি কাবাব, বেরেস্তাসহ মাটন-চাপ, ফিরনি, শাহি টুকরা, পোলাও, কোর্মা, রুমালি রুটি, তন্দুরি রুটি, মুর্গী তন্দুরি, মাহি পোলাও, শিরমল, শীতের সকালে নিহারি, তাহারি এবং রমজানের মাসে হালিমের স্বাদ বাঙালি রসনাকে তৃপ্ত করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকল সম্প্রদায়ই হালিমের স্বাদ পেতে উন্মুখ থাকে। এছাড়াও রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত হালুয়া আফলাতুন, মুসকত্ হালুয়া, মাসপতি হালুয়া ও অন্যান্য আরও হরেক রকমের হালুয়া, লাচ্ছা সেমাই, বালুশাহি, বাদশাহি রুটি, ভুনি-খিচুড়ি ইত্যাদি– এগুলি কলকাতার জনজীবনে মুসলমান কালচারের ধারাবাহিকতা বহন

গঙ্গা নদীর (হুগলি নদী) পশ্চিম

প্রান্ত থেকে আগণন জনমানুষ

কালকাতায় ঢোকেন লেডি ব্রেবোর্ন রোড ধরে। যথার্থ আদি কলকাতা বলতে যে অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো উল্লেখিত লেডি ব্রেবোর্ন রোডের পার্শ্ববর্তী পাঁচ-ছয় স্কোয়ার কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থিত এবং সেই অঞ্চলগুলো বিশেষত মুসলিম অধ্যুষিত, অবশ্য কিয়দ সংখ্যক পার্সি, ইহুদি, খ্রিস্টান সমাজের লোকেদের ও বসবাস ছিল। যদিও এই সংখ্যা ক্রম হ্রাসমান। অঞ্চলগুলো হল পোলক স্ট্রিট, মেটকাফ স্ট্রিট, জাকেরিয়া স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিট, কলুটোলা স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ওল্ড চায়নাবাজার, বো-বারাক, ফিয়ার্স লেন, রতু সরকার লেন, বন্দুক গলি, ছাতাওয়ালা গলি, চিনেপাড়া, (Black burn) ব্ল্যাকবার্ন লেন, কবিরাজ রো ইত্যকার অঞ্চলগুলো মুসলিম অনুসঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা জানবাজারের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সেই সুবাদেই গ্র্যান্ড স্ট্রিট, ধর্মতলার মোগলাইখানা 'ইন্ডিয়ানা', হাজিজ বিরিয়ানি চাঁদনিচকে এবং প্রিন্সেপ স্থিটে প্রবাদতুল্য রিজালাখ্যাত সাবিরস রেস্তোরাঁ এবং অধুনালুপ্ত আমজাদিয়া হোটেল অঞ্চল মুসলিম





প্রিন্স আনোয়ার আলি শাহ্

আদব কায়দা অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট স্থিত ওরিয়েন্ট সিনেমার সন্নিকটে 'আলিয়া' নামক একটি মোগলাই রেস্টুরেন্টে অতিখ্যাত আফলাতুন হালুয়া উভয় বঙ্গেই অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল। কলুটোলা অঞ্চলে ফিয়ার্স লেন ও রতু সরকার লেনের মধ্যস্থ স্থানে হাজি আলাউদ্দিনের মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানে আফলাতুন উপলব্ধ ছিল। হাজী আলাউদ্দিনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল– জ্বলন্ত উনুনে চাপানো বিশালাকার কড়াই ভর্তি গরম দুধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল লোকজন ক্রমাগত পান করে যেত। যেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষের এক মহামিলন ক্ষেত্র। নাখোদা মসজিদের বিপরীতে রয়্যাল ইন্ডিয়া হোটেলের রুমালি রুটি ও মাটন চাপ হিন্দু মুসলিম সকল



মওলানা আকরম খাঁ

উপভোক্তাকেই আকৃষ্ট করত এবং এটা কলকাতার একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে চিহ্নিত। বিশেষভাবে উল্লেখ্য কলকাতার মুসলমানই রসুইখানার অতিপ্রসিদ্ধ 'আমিনিয়া', 'নিজাম হোটেল', কলকাতা জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র এবং কর্পোরেশন ও নিউমার্কেট এলাকায় এই দুটি অবস্থিত। কলকাতস্থিত বিশেষ কয়েকটি মসজিদ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নাখোদা মসজিদের খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে উপমহাদেশব্যাপী। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি স্থাপিত হয়। এই ঐতিহাসিক মসজিদটির সঙ্গে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জড়িয়ে ছিলেন। এই মসজিদে জুম্মাবারে প্রায় পনেবো হাজাব মান্য নামাজ পড়তেন। ঈদের সময় এই সংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজারে পৌঁছে যেত। স্বাধীনতা লাভের পরে প্রথম



কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পিতা মওলানা খাইরুদ্দিন প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তিনিই সেখানে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও নসিহত করতেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যাংলো–মাহিশুর যুদ্ধশেষে টিপু সুলতানের বংশধরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে নির্বাসিত করে। টালিগঞ্জ, সেলিমপুর এলাকায় শহীদ টিপু সুলতানের বংশধরদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রিন্স আনোয়ার আলি শাহু, টিপু সুলতানের প্রত্যক্ষ বংশধর। তাঁর নামেই দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত একটি অঞ্চল প্রিন্স আনোয়াব আলি শাহ বোড় নামে অতি পরিচিত। টিপু সলতানের সর্বশেষ পত্র প্রিন্স গোলাম মুহাম্মদ শাহের নামে রাস্তা



বহাল রয়েছে আজও। প্রিন্স মহম্মদ কলকাতার ল্যান্ডমার্ক হিসাবে পরিচিত ধর্মতলায় শাহী টিপু সুলতান মসজিদ এবং টালিগঞ্জে নির্মাণ করেছিলেন শহীদ টিপু সুলতান মসজিদ। পি.টি. নায়ার "South-Indian in calcutta" (সাউথ-ইন্ডিয়ান ইন ক্যালকাটা, 2004), নামক গ্রন্থে হায়দর আলির উৎপত্তি থেকে টিপু সুলতানের বংশলতিকা অতি-যত্নে সংগ্রহ করে মুদ্রিত করেছেন। টিপু সুলতানের শহীদত্বের পর যাদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় নিয়ে এসেছিল তাদের চমৎকার পরিচিতি এই গ্রন্থটিতে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবার টিপু সুলতানে প্রত্যক্ষ এবং পরবর্তী বংশধরদের বাডিতে সৌজন্যসচক যাতায়াত ছিল। ব্রিটিশ অভিজাত মহিলারা

অভিজাত আচরণের তারিফদার ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, টিপু সুলতানের নাতনির বিবাহ সুলতান পরিবারের একজন যোগ্য ছেলের সাথে কলকাতাতেই হয়েছিল। তাঁরা স্বামী স্ত্রী কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। এমনকি নাতনির স্বামী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। টিপু সলতানের সেই নাতনির নামে আজও একটি রাস্তার নাম আজও বিদ্যমান। সেটি হচ্ছে আঞ্জুমান-আরা রো (Row)। পুরো নাম বেগম আঞ্জুমান আরা সুলতানা। এমনবিধ ঐতিহাসিক বিষয় কলকাতায় মুসলমান সংযোগের নজির হিসাবে আজও বিদ্যমান। ব্রেবোর্ন রোডে সাইফি মসজিদ (১৯২১) কলকাতার 'দাউদি বোহরা' বা 'তায়েবি মুসলমানদের' প্রার্থনা কেন্দ্র শুধুমাত্র প্রার্থনার জন্যই নির্মিত হয়নি, শিক্ষাদীক্ষা, সমাজসেবা, দীন-দুঃখদের সেবার কেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুজরাতের আদি বাসিন্দা। বস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে এই উপমহাদেশে নামের খ্যাতি রয়েছে। টোরঙ্গীতে জে.এস. মহম্মদ আলি, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে মহম্মদ আলি গোলাম আলি, গ্র্যান্ড স্থ্রীটে এ. মহম্মদ আলি, গ্রান্ড হোটেলের উত্তরাংশে রক্সি সিনেমার দক্ষিণাংশে এবং পার্ক স্ট্রিটে বরকত আলি অ্যান্ড ব্রাদার্স প্রমুখ অতি খ্যাতিমান পরিবার ছিল। কেরালা বা মাদ্রাজি মুসলমানদের কলকাতার আধুনিকীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। গ্র্যান্ড স্ট্রিটের পি. পি. হাসান (P. P. Hasan) একদা কলকাতায় কেরালার মুসলমানদের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পার্শ্ববর্তী ভবানী দত্ত লেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উর্দুভাষী মুসলমানরা বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেটি হল– বিভিন্ন নামের ব্যান্ড বাজনাদার বা তাশা পার্টিমূলক সংস্কৃতি। ঠিক এর পাশেই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে রয়েছে মুহাম্মদ আলি পার্ক। খিলাফত আন্দোলনের একজন

অতি মান্য নেতা হিসাবে

পরিচিত ছিলেন। এই উদ্যানটি এমন অঞ্চলে অবস্থিত, যে অঞ্চলটি বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের মহামিলনক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত। Calcutta Medical College-এর অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদ, ৮ নম্বর স্মিথ্ লেনে অবস্থিত ইলিয়ট হোস্টেলের মসজিদ, কারমাইকেল হোস্টেল মসজিদ, বেকার হোস্টেল মসজিদ, এইসব মসজিদগুলিতে (A.K. Fajlul Haque) এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দির মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা বহুসময় তাঁদের নামাজ আদায় করেছেন। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল, মুসলিম ইনস্টিটিউট, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ, শাখোয়াত হোসেন গাৰ্লস হাইস্কুল, ইসলামিয়া কলেজ (১৯২৩) [সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ (১৯৪৮), মৌলানা আজাদ কলেজ (১৯৫৬)], ইসলামিয়া হাসপাতাল ইত্যকার প্রতিষ্ঠানগুলো সাবেক বাংলার মুসলমানদের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ অবশ্যই উত্থাপিত হওয়া দরকার। এঁরা প্রত্যেকেই অভিজাত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। যেমন জাস্টিস সৈয়দ আমির আলি, স্যার আজিজুল হক, এ. কে. ফজলুল হক, আবুল হোসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ, এস. এ. মাসুদ এবং এ. ডব্লিউ. মাহমুদ। কলকাতায় মুসলমানদের অবস্থানকে এঁরা মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছিলেন। নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, মওলানা আকরম খাঁ, মৌলভী মুজিবুর রহমান, এ. কে. এম. জাকারিয়া, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, দার্শনিক-পণ্ডিত হুমায়ুন কবির, ড. মেহেদী হাসান, ডা. আর. আহমেদ এবং আবদুল আজীজ আল-আমান কলকাতায় মুসলিম ভাবাশ্রয়ী যাপননামার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। (সমাপ্ত) অনুলিখন : সাবিনা সৈয়দ

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি



ড. রামিজ রাজা

ক সাহেবকে অকুণ্ঠ ম্বেহ, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এবং স্যার সলিমুল্লাহ। এই তিন মহামানবের স্নেহ, মমতা, সাহচর্য ও আশীর্বাদ লাভ করেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাংলার শার্দূল, অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। ১. ১৯১৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন ভারতের সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে 'ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট' নামক একটি কুখ্যাত আইন পাস করে। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩২ তম অধিবেশনে হকসাহেব এই আইনের বিরোধিতায় বজ্রকণ্ঠে একটি গুরুগম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ রেখেছিলেন। তিনি বলেন, "সম্মিলিত ভারতবর্ষের কোটি কোটি কণ্ঠের বজ্র আওয়াজকে রুখতে পারে দুনিয়ার আজ পর্যন্ত তেমন কোন শক্তি জন্ম লাভ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নির্যাতন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন করা মানুষের স্বভাব।

ব্রিটিশ বিরোধী অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ.কে. ফজলুল হকের অবদান

আমি আশা করছি ব্রিটিশ শাসকবর্গ সময় থাকতে সাবধান হবেন এবং অবিলম্বে আইনের পুস্তক থেকে এই দমন মূলক প্রেস অ্যাক্ট অপসারিত করবেন।" ২.১৯১৮ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯১৯ সালে শুরু হয় সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন। এই আন্দোলনকে পদদলিত করার জন্য পাস করা হয় কুখ্যাত 'রাওলাট অ্যাক্ট'। ১৯১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ৩. ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ. কে. ফজলুল হক, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পভিত মতিলাল নেহরু এবং বদরুদ্দীন তায়েবজীকে নিয়ে গঠিত হয় একটি উচ্চপর্যয়ের তদন্ত

অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং যে কোন আন্দোলনের অগ্র ৪. ১৯২১ সালে কলকাতা পুলিশ

কমিটি। শেরে বাংলা ফজলুল হক

ছিলেন যে কোন রকমের অন্যায়

কমিশনার স্যার রেজিনল্ড ক্লার্কের নির্দেশে নাখোদা মসজিদের সামনে আন্দোলনরত ব্রিটিশ বিরোধী মুসলমানদের সামনে মেশিন গান স্থাপন করা হলে শেরে বাংলা বাঘের গর্জনে বলেন, "আমাকে

খুন না করে তোমরা অন্য কোন মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারবে না।" ৫.১৯৩০-৩১ সালে শেরেবাংলা লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কংগ্রেস এই বৈঠক

বয়কট করে ফলে এই গোলটেবিল

বৈঠকে যোগদান নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তিনি কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই বৈঠকে যান এবং ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "আমাদের ধমনীতে গোলামের রক্ত প্রবাহিত হয় না।" শেরে বাংলার এই একটিমাত্র বক্তব্য থেকেই সেদিন বোঝা গেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল কথা। ৬. ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম

জর্জের রজত জয়ন্তী। এই

উপলক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে উৎসব

পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয় সারা ভারত জুড়ে। সকল ধর্মের মানুষদের সর্বত্র মসজিদ, মন্দির এবং গির্জায় সম্রাটের দীর্ঘায় কামনা করে প্রার্থনা অনুষ্ঠান করতে আদেশ করা হয়। কিন্তু সেদিন সারা ভারতের মাত্র একটি মানুষই এই অন্যায় ও অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক এই আদেশের প্রতিবাদ জানিয়ে এক জনসভায় ঘোষণা করেন কোন মুসলিম তার মসজিদে কোনো বিধর্মীর জন্য

প্রার্থনা করতে পারবেন না। শেরে বাংলার এই ডাকে সাড়া দিয়ে সারা ভারতের মুসলিমরা সেদিন একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং সারা ভারতবর্ষের কোনও মসজিদে ব্রিটিশ সম্রাটের জন্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়নি। ৭.১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনেরও প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন শেরে বাংলা। শুধু

অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা করা কালীন এই মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। ৮. সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। ১৯৪১ সালে নেতাজি দেশ ত্যাগ করেন এবং এর পিছনে শেরে বাংলার পরোক্ষ হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজকে তিনি চুড়ান্তভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ৯.১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও শেরে বাংলা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১০. ১৯৪২ সালে হিন্দু বাঙালি যুবকদের উপর মেদিনীপুরে পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত করতে উদ্যত হলে ইংরেজ গভর্নর হার্বার্টের সাথে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হয়েছিল। ১১. ১৯৪৩ সালে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার জাপানিদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে ধান, চাল, নৌকা এবং যাবতীয় যানবাহন গঙ্গার এপারে কলকাতার পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করে। ফজলুল হক দেখলেন 'পোড়ামাটির নীতি' কার্যকর করলে

সমর্থন নয় তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে

পেয়ে বাংলার লাখ লাখ মানুষ মারা যাবেন। অতএব সরকারের সর্বনাশা পোড়ামাটি নীতির সঙ্গে শেরে বাংলা কিছুতেই একমাত্র হতে পারলেন না। ফলে গভর্নর হার্বার্টের সাথে তাঁর মতবিরোধ আরো তীব্র হল। পরাধীন আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বড়লাটের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মন্ত্রী থাকা যায় না। অতএব পোড়ামাটির নীতি চালিয়ে লাখ লাখ বাঙালির প্রাণনাশের ষডযন্ত্র করার চেয়ে শেরে বাংলা মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করা শ্রেয় মনে করলেন। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ শে মার্চ তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর তিনি বাংলা তথা ভারতের ঐক্য বজায় রাখার আহবান জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। শেরে বাংলা ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি অত্যাচারী ইংরেজদের বিরোধিতা করে নিপীড়িত বঞ্চিত বাঙালিদের নানা অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের জন্য আজীবন লড়াই করেছিলেন। নিজের জীবনের কখনো পরোয়া করেননি। জীবন বাজি রেখে তিনি দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। একদা এক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান শেরে বাংলার কাজের সমালোচনা করলে অসম সাহসী শেরে বাংলা তাকে বলেছিলেন. "তোমার চরিত্র সংশোধন কর তা নাহলে তোমাকে তল্পিতল্পাসহ এদেশ থেকে বের করে দেবো।" তথ্যসূত্ৰ:

ব্রিটিশদের সুবিধা হলেও না খেতে

১. শেরে বাংলা, वि ডি হাবীবুল্লাহ ২. শের-ই-বাংলা আগুনপাখি, মৃণালকান্তি দাস

৩. বাংলার বাঘ এ.কে. ফজলুল হক, হেলাল উদ্দিন

ছিঃ ছিঃ মহিলাকে ছি নিলাম করার ফতোয়া! এই আমাদের দেশ ? এমন জঘন্য ভাবনা আসে কি করে মানুষের মনে? ইস্যুটা নিয়ে দেশের মিডিয়া তোলপাড় অথচ সরকার স্পিকটি নট! কদিন আগেও তো এক ধর্মসভা থেকে হুঙ্কার দেওয়া হলো দেশের সংখ্যালঘু সব খতম করতে হবে, নইলে...। এটাই কি জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবার আমাদের পরিচয় ? এ ভাবে কট্টরপন্থীরা যদি একের পর এক বিদ্রান্তি ছড়াতে থাকে তাহলে তো জাতীয় ঐক্য হুমকির মুখে পড়বে, ধ্বংস হবে দেশের ঐতিহ্য! আজ যদি নবকুমার বেঁচে থাকত খুব কষ্ট পেত। কখনো ভাবতেই পারত না এই দেশে জাতি বিদ্বেষের চোরা স্রোত এভাবে দানা বেঁধে উঠতে

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ব্যালকনির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দুরে অবশদৃষ্টি মেলে কথাগুলো ভাবছে সেকেন্দার। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো হসপিটালের বেডে শোয়া নবকুমারের মুখ। কলেজ থেকে ফিরতি পথে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে জখম হয়ে ভর্তি হয়েছিল কলকাতার নামী হাসপাতালে। টানা তিন মাস চিকিৎসার পর মারা গিয়েছিল। নবকুমারের অকাল মৃত্যুর পর একটা স্মরণ সভা হয়েছিল পার্ক সার্কাস লেখক শিল্পী মহলে। উদ্বোধনী সংগীত শেষ হওয়ার পরেই মাইক্রোফোন হাতে উঠে দাঁডিয়ে ছিলেন জাস্টিস বিমলেন্দ্ চক্রবর্তী। শিল্পী মহলের প্রাণ পুরুষ। আশি বছর পার করে একাশির টাট্ট ঘোড়া। সাদা চাদর ঢাকা টেবিলে ঠেসিয়ে রাখা তাঁর স্টিল চকচকে লাঠির মাথাটা হলভর্তি অডিয়েন্সের পিছনের-রো থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সেকেন্দার। হাঁটতে গেলে এই লাঠিই তাঁর ভরসা। লাঠিভর হলেও তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সপ্রতিভ, স্মৃতিশক্তি প্রখর। শক্তহাতে ধরে রেখেছেন শিল্পী মহলের হাল। স্বাগত ভাষণের পর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন তিনি। শিল্পী মহলের শেষ রোয়ে বসে বিমলেন্দু বাবুর কথাগুলো শুনতে শুনতে নবকুমারের ল্যামিনেট করা

স্মরনিকা হাতে অব্যক্ত আবেগে টগবগ করে ফুটছিল সেকেন্দার। অধ্যাপনার পাশাপাশি টুকটাক লেখালেখি করত নবকুমার। লেখালেখির নেশাটা শুরু করেছিল সেকেন্দারের পাল্লায় পড়েই। মাঝে মঝে একশ মাইল দূর খানাকুল থেকে শিল্পী মহলের মাসিক অনুষ্ঠানে যোগদান করত নবকুমার। যখনই অনুষ্ঠানে আসত তখনই অনুষ্ঠান শেষে রাত কাটাত সেকেন্দারের তপসিয়ার ছোট্ট ফ্র্যাটে। সেই রাতগুলো অন্যভাবে এনজয় করত নবকুমার। ধনিয়াখালি শরত সেন্টেনারি মহাবিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপকের তকমা ছুঁড়ে ফেলে নবকুমার হয়ে যেত অন্য নবকুমার। সেকেন্দারের দুই মেয়ে, এক ছেলে বউয়ের গাদাগাদিতে নিজেকে গুঁজে দিয়ে এক অপরিসীম তৃপ্তি উপভোগ করত নবকুমার। শিল্পী মহলের শেষ রোয়ে বসে নবকুমারকে নিয়ে মনে মনে

শিল্পী মহলের শেষ রোয়ে বসে
নবকুমারকে নিয়ে মনে মনে
কথাগুলো ভাবছিল সেকেন্দার।
চমকে উঠলো বিমলেন্দু বাবুর
ডাকে। "সেকেন্দার এখানে
এসো।"
খবর কাগজে মোড়া স্মরণিকাটা

নিয়ে অডিয়েন্সের ভেতর দিয়ে সেকেন্দার এগিয়ে যাচ্ছে স্থায়ি মঞ্চের দিকে। তেমন সময় বিমলেন্দু বাবু বলে ছিলেন "আপনারা তো জানেন সেকেন্দার শিল্পী মহলের সহ সম্পাদক। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও-ই। আজ যেহেত নিজেই অনুষ্ঠানের হোতা. তাই আমাকে নিতে হয়েছে সঞ্চালনার দায়িত্ব। এবার ওকে মাইক দিচ্ছি, ও নিজেই ঘোষণা করুক অনুষ্ঠানে বিষয়।" "শুভ সন্ধ্যা, আজ আমার প্রিয় বন্ধু তথা শিল্পী মহলের সদস্য নবকুমার কর্মকারের দু:সংবাদ জানাতেই আপনাদের সামনে। বাইক অ্যাক্সিডেন্টে গত দু তারিখেই মারা গেছে সে। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আপনাদের সামনে

দাঁড়িয়েছি।"
আড়ষ্ট গলায় কথাগুলো বলেই
টেবিলে রাখা কাগজে মোড়া
স্মরণিকাটা বিমলেন্দু বাবুর হাতে
দিয়ে সেকেন্দার বলেছিল, "দাদা
আপনি এটা উন্মোচন করুন। তার
আগে নবকুমারের বিদেহী আত্মার

ত্মকির মুখে

সেখ আৰুল মানান



শান্ত কামনায় সবাই এক মিনিট নিরবতা পালন করুন।" নিরবতার শেষে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমিলেন্দু বাবু স্মরনিকার মোড়ক খুলে তুলে ধরে বলেন ছিলেন "সেকেন্দার এবার তুমি

"না দাদা আগে আপনি কিছু বলুন, তারপর আমি।" বিমলেন্দু বাবু বলতে শুরু করলেন। "দেখুন নবকুমারের সম্পর্কে কি আর বলব। ওর প্রাণোচ্ছল মুখটা মনে করে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ছেলেটা আমার স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে এসেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করত স্যার কেমন আছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার শিষ্টাচার যখন উবে যাচ্ছে তখন নবকুমারের ওই আচরণ আমাকে সম্মোহিত করত। একজন অধ্যাপক হয়েও তার মধ্যে কোন অহঙ্কার দেখিনি। দেখেছি সেকেন্দারের জন্যে ওর বুকভরা ভালবাসা।

আজ থেকে দু বছর আগে সেকেন্দারের পাঁচিশ তম বিবাহ বার্ষিকী মহা ধুমধামে উদযাপন করা হয়েছিল এখানেই। আপনাদের হয়ত কারো কারো মনে আছে সেদিন দু ফোল্ডের একটা রঙিন স্মরনিকাও প্রকাশ করেছিল
নবকুমার। অবাক করা কথা কি
জানেন, নবকুমার একদিন ফোনে
জানতে চেয়েছিল স্যার আপনি
অনুমতি দিলে সেকেন্দারের পাঁচশ
তম বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে একটা
গোট টুগোদার করব শিল্পী মহলে।
সঙ্গে একটি স্মরনিকাও প্রকাশ
করকে চাই।

বিশ্বাস করুন নবকুমারের কথায় সেদিন বুকটা আমার গর্বে ভরে গিয়েছিল। একজন হিন্দু ছেলে তার শৈশবের মুসলমান বন্ধুকে কতখানি ভালবাসলে অমন ভাবতে পারে! নবকুমার সেদিন প্রমাণ করেছিল 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' আপ্তবাক্যটির মাহাত্ম্য।সেই স্মরনিকায় প্রকাশিত নবকুমারে লেখা থেকে দু একটা অংশ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবেন নবকুমার কেমন এবং বন্ধু সেকেন্দার সম্পর্কে তার ধারণাই বা কেমন ছিল।" বিমলেন্দু বাবু ফাইল থেকে স্মরনিকাটি বের নবকুমারের লেখাটি পড়তে শুরু করেছিলেন। 'বন্ধুত্ব শব্দটির সংজ্ঞা কি তা আমার জানা নেই। বন্ধুত্ব শব্দটি খুবই ব্যাপক ও গভীর। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার আর সেকেন্দারের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বন্ধুত্ব নামক মোড়কে সীমাবদ্ধ নয়।

পৃথিবীতে এমন কিছু সম্পৰ্ক গড়ে ওঠে যার নামকরণ করা খুব কঠিন। আমাদের সম্পর্কের শুরু ছোটবেলায়, গ্রাম থেকে। চরম দরিদ্র পরিবারে জন্ম সেকেন্দারের। ওর বাবা ছিলেন চাষি। অনোর জমি চাষ করে যা উপার্জন করতেন তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার চলত ওদের। নিজের চোখে দেখেছি কোন কোন দিন ওকে না খেয়ে স্কুলে যেতে। তবে দারিদ্র ওকে হার মানাতে পারেনি। প্রতিবছর ক্লাসে ফার্স্ট হোতো। দুজনে এক ক্লাসে পডাশোনা করলেও কোনদিন আমি ওকে টপকাতে পারিনি। তাতে আমার কোন লজ্জা ছিল না। পড়াশোনায় হেরে গিয়েও আনন্দ পেতাম।' দেখুন ঈশ্বরের কি পরিহাস, অমন তরতাজা ছেলেটাকে অসময়ে ছিনিয়ে নিলে আমাদের কাছ থেকে। আমি আর বলতে পারছি

কথাগুলি বলেই ভারাক্রান্ত বিমলেন্দু বাবু চেয়ারে বসে পড়লে সেকেন্দার শুরু করেছিল নবকুমারের স্মৃতিচারণ। "এতক্ষণ আপনারা দাদার মুখে বন্ধু নবকুমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনলেন। আমি ওকে নব ডাকতাম, ও আমায় সেকু। ওর সম্পর্কে কোথা থেকে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। গ্রামে একটা পুকরের দু'পারে ছিল আমাদের বাড়ি। আমাদের প্রিয় খেলা ছিল কাঁচের গুলি খেলা। গুলিখেলায় নবর টিপ ছিল সাংঘাতিক। দূর থকে ওকে যে গুলিটা মারতে বলতুম সেটা অনায়াসেই তাক করে মেরে দিতে পারত। মারার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনের দশ বারোটা রঙিন গুলি চটপট কুড়িয়ে রেখে নিত কাপডের থলিতে। আমরা যখন ক্লাশ এইটে উঠি তখনই নবকে ওর বাবা নিয়ে চলে গেলেন তাঁর কর্মস্থল খানাকুলে। খানাকুলে চলে গেলেও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়নি।মাঝে মাঝেই ওর কাকা বা দাদাদের সঙ্গে চলে যেতুম খানাকুলে। দু চারদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসতুম। এরপর আমরা যেখানেই থেকেছি নিজেদের মধ্যে রক্ষা করেছি যোগাযোগ, চিঠি লিখেছি নিয়মিত। অনটনের মধ্যে কোনো প্রকারে বিএ পাশ করে আমি ছোটখাট একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি। নব পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ পড়তে এ্যাডমিশন নিলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক

চিঠি লিখে সব জানাই নবকে।
বিশ্বাস করুন সেই চিঠি পেয়ে নব
এমন একটা ইনল্যান্ড লেটার
পাঠিয়ছিল সেটা আজও যত্ন করে
রাখা আছে আমার কাছে। চিঠিটা
পড়তে পড়তে আমি সেদিন খুব
কেঁদে ছিলাম।
কয়েক মাস পর পোর্টব্লেয়ারে
কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ক্লার্কের

চাকরিতে জয়েন করি। তার বছর

চার বাদ নবও এমএ পাশ করে

অধ্যাপনার চাকরিতে যোগদান

করেছিল নবকুমার। এরপর

স্বাভাবিক নিয়মে পার হচ্ছিল বছরের পর বছর। হঠাৎ ঘনিয়ে এলো অভিশপ্ত দিন। সবে অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে চায়ে একটা চুমুক দিতে যাব তখনই বেজে উঠেছিল মোবাইল টা। ফোনটা ধরতেই ভেসে এসেছিল নবর খুড়তুত ভাই মদনের গলা। "জ্যেঠু, আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে বাসলা শ্রীরামপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে নবকাকু বাইক অ্যাকসিডেন্ট করেছে। খবর পেয়েই পাড়ার দুজনকে নিয়ে কাকুকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছি তারকেশ্বর হেলথসেন্টারে। ডাক্তার দেখেই বলেছে পেসেন্টের কন্ডিশন সিরিয়াস এখুনি বড় কোন হাসপাতালে নিয়ে যান। নবকাক চোখ বন্ধ করে আছে, কথা বলতে পারছে না। কাকুকে নিয়ে আমরা কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। ঘণ্টা আড়াইয়ের

মধ্যেই পৌঁছে যাব, আপনি

যেখানেই থাকুন চলে আসুন।"

সর্বার্থ আর ছোট ছেলে বাবাই।

আমাকে দেখেই মালা কাঁদতে

অ্যাপোলোয় পৌঁছেই দেখেছিলাম

ইমারজেন্সির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে

স্ত্রী উৎকণ্ঠিত মালা, মদন, বড়ছেলে

কাঁদতে বলেছিল "কি হবে সেকু দা

?"
আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওর প্রশ্নের
কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।
ওদের মুখের পানে অবাক চোখে
তাকিয়ে আড়ন্ট গলায় বলেছিলাম,
চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ইমারজেন্সির ওয়েটিং প্যাসেজে
দেখেছিলাম নব ধবধবে সাদা বেডে
লম্বা হয়ে দু চোখ বন্ধ করে শুয়ে
আছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা
ইন্ত্রি করা চাদরে ঢাকা। সেভ করা
সুন্দর মুখে কোন আঘাতের চিহ্ন
নেই। চাদর ঠেলে বুকের হাপর
ওঠানামা করছে। আঙুলে ব্যান্ডেজ
করা ডান হাতের পাঞ্জাটা বেরিয়ে
রয়েছে বাইরে।

এদিকে অ্যাপোলয় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই মদন বলেছিল কাকুর ডান হাতের তিনটে আঙুল বাদে শরীরের আর কোথাও তেমন চোট লাগেনি। স্ক্যান ধরা পড়েছে ব্রেনে তিন চারটে কালো স্পাট। নবর মাথাভর্তি চুলগুলো আগের মতোই ছিল অগোছালো। প্রতিদিন স্মান করে চটপট কলেজে বেরোনোর ক্রিজকরা প্যান্ট শার্ট পরলেও নব চুল আঁচড়াত না। শুধু দশ আঙুলে চুলগুলো নেড়েচেড়ে ছেড়ে দিত।

হসপিটালে নবকে ওই অবস্থায়
দেখে যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম
তেমনি ভীষণ রাগও হয়েছিল ওর
ওপর। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মনে
মনে বলেছিলাম, শালা এভাবে চুপ
করে শুয়ে থাকলে চলবে ? ওঠ,
উঠে দু চারটে গালাগাল দে। কাল
রাতেও তো ফোনে আমার
র্যানডাম পিণ্ডি চটকেছিলিস
আমার!

বাইরে বেরিয়ে আসতেই ওর স্ত্রী
মালা জিঞ্জেস করেছিল, "কেমন
দেখলেন বন্ধুকে ?"
স্ক্যান রিপোর্টে ব্রেনে স্পটের
চিন্তাকে চেপে রেখে সান্ধনা দিয়ে
বলেছিলাম "দেখ ব্রেনে একটু
আঘাত পেয়েছে বলেই আপাতত
কথা বলতে পারছে না। তবে
ঠাকুরের কৃপায় আস্তে আস্তে সব
ঠিক হয়ে যাবে।"
আমিও ভেবেছিলাম নব সুস্থ হয়ে
উঠবে। কিন্তু নাহ্। ও আর ফিরল

নবকুমারের স্মৃতি রোমস্থনে কথাগুলি বলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি সেকেন্দার। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। বিমলেন্দু বাবু ফের উঠে দাঁড়িয়ে সেকেন্দারকে কাছে টেনে সাস্ত্ৰনা দিয়ে বলেছিলেন ''দেখুন একেই বলে বন্ধুত্ব, একেই বলে সম্প্রীতি। একজন মুসলমানের ছেলে একজন হিন্দু বন্ধুর জন্যে কতখানি নিবেদিত প্রাণ হলে এমন আবেগপ্রবন হওয়া যায়!" সেকেন্দার আর কোন কথা বলতে পারেনি। চোখের জল মুছতে মুছতে বসে পড়েছিল চেয়ারে। 'সবজি লাগে সবজি ? কাকিমা, ও কাকিমা সবজি লাগবে ? তাজা ফুলকপি, পালংশাক, মটরশুঁটি, গাজর, বেগুন আছে।" করোনা শুরুর পর থেকেই ঠেলা ভর্তি করে সবজি বেচতে আসছে বছর তিরিশের ছিপছিপে ছেলেটা। প্রথম বার সবজি শব্দটি যত জোরে

উচ্চারণ করে, দ্বিতীয় বার আরও

জোরে। যাতে ফ্ল্যাটের বউ-ঝিরা শুনতে পেয়ে উকি দেয় জানলার পর্দা সরিয়ে, কিম্বা ব্যালকনির গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। হঠাৎ সবজিঅলার ডাকে সম্বিত ফেরে সেকেন্দারের। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবছে রহিমাকে কি ডেকে দেবে ? রোজ তো সবজিঅলার ডাক শুনে বেরিয়ে এসে ব্যালকনি থেকে ব্যাগটা ঝুলিয়ে দেয় রহিমা। এখন তো রান্নাঘরে চা ব্রেকফাস্ট তৈরিতে ব্যস্ত…!

সেকেন্দার মনে মনে কথাকটা ভাবতে ভাবতেই সবজিঅলা ফের হাঁক দিলে ''সবজি, সবজি…।'' এবার ঝামরে উঠলো রহিমা। ''আচ্ছা সফির আব্বা, তুমি কি কানে তুলো দিয়েছ, ছেলেটা কখন

বড় গল্প

থেকে গলা ফাটাচ্ছে,আর তুমি গ্যাঁট
হয়ে বসে কাগজ পড়ছ ? বলে দাও
আজ কিছু লাগবে না। রিটায়ারের
পর সত্যিই দেখছি তোমার ভীমরতি
ধরেছে। শোন, গ্যাস ওভেন থেকে
চায়ের সসপ্যানটা নিয়ে টেবিলে
রাখো। আমি ফ্লাইসগুলো
ডিম দিয়ে টোস্ট করে আনছি। আর
হ্যাঁ, তোমার সাহেবজাদাকেও ঘুম
থেকে তুলে দাও। নইলে একটু
ঠাণ্ডা হলেই বাবু আবার নাক
শিটকাবে।"

রহিমার কথাগুলো ভেসে আসতেই সেকেন্দার তরিঘরি সোফা থেকে উঠে রান্নাঘরে গরম সসপ্যানের দুদিকে কাপড় দিয়ে ধরে তুলতে তুলতে বললে ''জানো শালার ওই খবরটা পড়ে আজ মেজাজটা বিগরে গেলো।"

''কি এমন খবর পড়লে যে তোমার মেজাজ বিগরে গেলো?'' একদিকে ডিম লাগানো ফ্লাইসগুলো খুন্তি দিয়ে ওলটাতে ওলটাতে বললে রহিমা।

"ওই যে বুল্লি বাঈ অ্যাপটার খবর, রাতে শুনলে না টিভিতে? ওটা নিয়ে তো আজ পেপারে তুলকালাম। শুধু কি বুল্লি বাঈ, কদিন আগে যে এক ধর্মসভা থেকে ফতোয়া দেওয়া হোল দেশ থেকে জাতটাকে নিকেশ করতে হবে...!" "আরে থামো থামো, এখন তোমার কথায় কান দিলে তো টোস্ট পুরে খাক হয়ে যাবে। চলো ব্রেকফাস্ট করতে করতেই শুনবো।" রহিমার থামিয়ে দেওয়া কথায় নাখশ সেকেন্দার চায়ের সসপ্যানটা নিয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। "এবার বল বুল্লি বাঈ আর কাদের নিকেশ করার ফতোয়া নিয়ে কি যেন বলছিলে ?" রহিমার প্রশ্নে মুখের ভেতরের মচমচে টোস্ট চুমুক চায়ে ভিজিয়ে গলাধঃকরণ করে সেকেন্দার বললে, "দেখ আমার তো মনে হয় এভাবে চলতে থাকলে কট্টরবাদীদের প্ররোচনায় মানুষে হয়ে যাবে। হাজার বছরের শেষ করে দেবে! ক্রমান্বয়ে ওই

মানুষে সুসম্পর্ক তিলে তিলে ধ্বংস সংস্কৃতিকে ওরা এভাবেই বোধহয় ধর্মীয় নেতারা উস্কানিমূলক সুরসুরি দিতে থাকলে তো ধর্মান্ধ মানুষের মনে বিরুপ প্রভাব পড়বে। রাতে টিভির খবরটা শোনার পর থেকেই চিন্তা হচ্ছিল। আজ কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও খবরটা পড়েই মনটা একেবারেই ভেঙে গেছে।" ''আচ্ছা এতে তুমি আমি কি করতে পারি বল ? এর জন্যে তো দেশের সরকার আছে, আইন আছে, তারাই ব্যবস্থা নেবে।" রহিমার কথায় সেকেন্দার বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, "আরে তা যদি হোত তবে তো একের পর এক এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি তৈরিই হোত না। জানো,খবরটা পড়ার পর নবর কথা খুব মনে পড়ছিল। নব থাকলে আজ খুব কষ্ট পেত। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে ঈশ্বর ওকে তুলে নিয়েছে। তুমি তো জানো নব জাতপাত, ধর্মের গোঁড়ামি একদমই পছন্দ করত না। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না একজন ধর্ম গুরু আর একজন পড়াশোনা জানা মানুষের মনে ওই নোংরা ভাবনা এলো কি করে!" "আমিও তো তাই ভাবি, নজরুল ইসলাম 'মোরা এক বৃত্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' আর রবীন্দ্রনাথ 'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান-/এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান' - বুজি এম্নি এম্নি লিখেছিলেন ?" " না তাঁরা এম্নি এম্নি লেখেননি। তাঁরা সব ধর্ম, সব জাতির সমন্বয়েরই স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ দেখ আজ এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ দেশের শাশ্বত সংহতিকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে।"

রহিমার কথার পিঠে কথাগুলো

বলে সেকেন্দার একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে চেয়ার থেকে উঠে পা পা

এগিয়ে গেল ব্যালকনির দিকে।

হাফটিকিট

শংকর সাহা



🖎 জও বল্টু হেড স্যরের ঘরে যায় অভিযোগ নিয়ে সবাই যে তাকে হাফটিকিট বলে ডেকেছে। তারও একটি নাম আছে বল্টু বিশ্বাস সেটি সে তার ক্লাসের সবাইকে বার বার বলেও কোনো লাভ হয়নি। হেড স্যর এর আগে এইজন্যে কয়েকজনকে কঠিনভাবে শাস্তিও দিয়েছিলেন তাকে হাফটিকিট বলে ডাকার জন্যে। আসলে লেখা পড়ায় মেধাবী, ভদ্র, নম্র স্বভাবের ছেলে বল্টুর দৈহিক উচ্চতাটিই একটু ছোটো। কিন্তু তাই বলে প্রতিদিন ক্লাসে তাকে নিয়ে অন্যদের রসিকতা মোটেও কাম্য না! বল্টু তার মাকে প্রায় জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মা, লম্বা আমি কবে হবো? প্রতিদিন সবার ওই ঠাট্টা আমার আর ভালো লাগেনা। ' মাথায় হাত বুলিয়ে মা হেসে বলেন, 'ওরে, সময় হলে তুইও লম্বা হবি। আর দেখার মধ্যে কিছুই এসে যায়না। ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া কর একদিন এই বন্ধুরাই তোর দিকে চেয়ে দেখবে' সে ঠিক আছে কিন্তু ওরা যে? ' মায়ের কোলে মাথা দিয়ে বল্টু অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। সেদিন স্কুলে প্রার্থনার পরে হেড স্যর সবাইকে ডেকে বলনেন আজ স্কুলে টিফিনের পরে স্কুল পরিদর্শক মহাশয় আসবেন। স্কুলে কেমন পড়ানো হচ্ছে ওনি যাচাই করবেন। এতে স্কুলের সম্মান জড়িয়ে আছে। বল্টু একমনে স্যরের কথাগুলো শোনে। টিফিন শেষ হতেই দুটো গাড়ি স্কুলের ভেতরে আসে। গেট খুলে তিনজন হেড স্যরের রুমে

চলে যান সোজা। অন্য স্যরেরা

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল

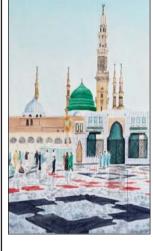
সবাইকে বলে দিয়েছেন ওনারা প্রশ্ন

করলে সবাই যেন ঠিক উত্তর দেন।

তিনটে। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় ক্লাস ফাইভে অর্থাৎ বল্টুদের ক্লাসে আসেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন। দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে হেড স্যর, ভবতোষ স্যরেরা দাঁড়িয়ে আছেন। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় ভূগোলের ম্যাপ থেকে একটি প্রশ্ন করেন স্কুলেরই প্রেসিডেন্ট অনিলবাবুর ছেলে মোহনকে। কিন্তু মোহন কোনো উত্তর দিতে পারেনা। পর পর অন্য চারজনকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারেনা। হেড স্যারের মুখ শুকনো হয়ে আসে। এমন সময়ে বল্টু হাত তোলে। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় বল্টুকে জিজ্ঞেস করেন। বল্টু সঠিক উত্তর দেয়। এরপর কখনো ইতিহাস কখনো বিজ্ঞান থেকে যা যা প্রশ্ন করেন সব ঠিকঠাক উত্তর দেয় বল্টু। স্কুল পরিদর্শক মহাশয় বল্টুর পিঠে হাত দিয়ে বলেন, ' কি নাম তোমার? বেশ সুন্দর উত্তর দিলে তো?' বল্টু স্কুল পরিদর্শক মহাশয়কে

বণ্টু স্কুল পারদশক মহাশরকে প্রণাম করে বলেন, 'আমার নাম বল্টু বিশ্বাস। 'পাশে হেড স্যর, ভবতোষবাবু হাততালি দিতে থাকেন।

স্কুল পরিদর্শক মহাশয় হেডস্যরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এই ছেলে একদিন কিন্তু আপনাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে 'হেড স্যর বল্টুর পিঠ চাপড়ে বলেন,' সাবাশ বল্টু!' স্যরেরা বেরিয়ে গেলে ক্লাসের সবাই এগিয়ে আসে বল্টুর দিকে। মোহন বল্টুর হাত ধরে বলে, ' আমরা আর কেউ তোকে হাফটিকিট বলবো না রে।তুই আমাদের বন্ধু বল্টু!' আজা মায়ের কথাগুলো খুব মনে পড়ছে তার ক্লাসের সবাই হাততালি দিতে



ওগো বিশ্বনবী আয়েশা সিদ্দিকা কনক

হে আল্লাহর রাসূল।

খোদার কসম; তুমি আমার কাছে , আমার নিজের ব্যতীত -অন্য সব কিছুর চেয়ে প্রিয়।

হে আল্লাহর রাসূল !
সালাম নিও তুমি রহমাতুল্লিল আলামিন !
প্রাণের নবী তুমি
ওগো বিশ্বনবী তুমি যদি দেখা দাও
ধন্য হবে এ জীবন ।

হে আল্লাহর রাসূল !
তোমার দুরুদে আমার হৃদয়ের
শান্তি মেলে তুমি আমার অন্ধকারের আলো ,
তুমি আমার পথ চলার দিক
নির্দেশনা।

হে আল্লাহর রাসূল !
প্রিয় হাবীব তুমিতোমার ছবি যতনে আঁকি হৃদয় ,
তুমি মাটির দেহে মুহাম্মাদ রাসূল !
রাসূল রূপে নুরের আবির,
তুমি পয়গম্বর দীনের তরিনবী তুমি পরম সত্য কোরআনের
দাবি ।

হে আল্লাহর রাসূল !
কেয়ামতের দিনে ;
স্বর্গের দিকে সরু পথে যদি আমার পা পিছলে যায় তুমি তোমার সুপারিশ আমার জন্য রেখো ।



অসুখা তিলে

এক নিবিড় অলসতায় ধরেছে আমায়
ঘুম ভাঙ্গে, খায় আবার ঘুমায়।
দুপুরের ক্লান্ত বাতাস যায় বিকেলে গড়িয়ে
তবুও অলস ঘুম না ভাঙ্গে
বিন্দু বিন্দু বাতাসে বারে বারে
উঠানের শুকনো লাউয়ের ডাল গুলো যায় নড়ে।
একদিন পুব আকাশের ব্যস্ততম রাজপথের কিনারে

একাদন পুব আকাশের ব্যস্ততম রাজপথের কিনারে
গাঢ় অথচ লাল ক্ষত ধরা পড়ে।
হঠাৎ রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারে
কিছু মোমবাতি ওঠে জ্বলে
আর তাতে ধরা পড়ে
অসুখী এক মানুষের মুখটারে।
রাতের খন্ড খন্ড মেঘে
বৃষ্টি বারে তার অসুখী মুখে।
শাস্ত হয় সেই অসুখী মুখখানি
আর শাস্ত হয় জ্বলন্ত মোমবাতি খানি।
হঠাৎ পরিত্যক্ত বাগানের কোণটিতে
গাঢ় অথচ লাল গোলাপটি ফুটে উঠে।
দেখতে পাই আমি তোমার ওই নিরবচ্ছিয় মুখখানি

আমার হৃদয়ের কোণেতে।



চেয়ে থাকি

অশোক কুমার হালদার

আকাশে পানে চেয়ে থাকি
মেঘের গায়ে লতার মতো বিজলি দেখি
আকাশে উদয় হয় আকাশে হারিয়ে যায়
আকাশের অন্ধকার বিজলি ধরে খায়।
সেই সময় চাঁদ তারা সব আকাশে হারায়
ক্ষণেক বাদে বৃষ্টি শুরু
মেঘ করে গুরু গুরু
কখনও আবার বিকট শব্দ শুরু।
আকাশ পানে চেয়ে থাকি
মেঘের গায়ে লতার মতো বিজলি দেখি
আকাশে উদয় হয়, আকাশে হারায়
আকাশের অন্ধকার বিজলি ধরে খায়।

ঘোরাঘুরি করে কোথাও কিছু

জোটাতে না পেরে একদিন নবকে

লুকিয়ে চলে গেলুম পোর্টব্লেয়ারে।

কিছুদিন পর ওখান থেকে একটা

খোকোর মাছ

আয়াজ আহমদ মাঝারভূঁইয়া

মাছ ধরেছে খোকো সোনা খুশির সীমা নাই, ঘরে এনে বলছে মাকে ভাজা করে খাই। বড়শি রেখে মা এসেছে দেখতে খোকোর মাছ, মায়ের আঁচল ধরে খোকো দিচ্ছে উড়াল নাচ। মা বলেছে করবো ভাজা খাবো সবাই মিলে. কান্না ধরে বলছে খোকো মাছটারে নিক চিলে। বানর এসে কড়াই নিয়ে পালিয়ে যাক গাছে, কার কি হবে সবাই খাবে একটা পুঁটি মাছে! অনেক দিনে একটা পুঁটি বাইতে বাইতে লাগে, লাগলো যদি একটা পুঁটি পড়বে সবার ভাগে। খোকোর কথায় ঘরের সবাই পাইছে বড় লাজ, বলছে সবাই এই পুঁটিটা খোকো খাবে আজ।

ঈশ্বরে ডাকে

ফজলুর রহমান মণ্ডল

তুমি বোবা হয়ে থাকো মারলে পিঠে কুলো বেঁধে নিও শিৎকার ক'রোনা ওদের আনন্দে সামিল হও তুমি চুপ থেকে যাও শত্রু হবে না তৈরী তোমার শরীর, চোখ দিয়ে ঝরুক রক্ত ওদের ঘাম ঝরাতে দাও বিভৎসতার মধ্যেও নড়ে উঠোনা খুলে নিক তোমার বসন তুমি দ্রোপদী হয়ে যাও শুধু ডাকো ঈশ্বরে তোমার মরণ ওরা উপভোগ করুক একটু একটু জিহ্বার স্বাদে বেবাক যন্ত্রণায় কাতর হইও না বস্ত্রে মুখ আবডালে রাখো।

b

অাপনজন ■ রবিবার ■ ২০ অক্টোবর, ২০২৪

নাটকীয় ম্যাচে রোনালদোর গোলে জিতল আল নাসর



আপনজন ডেস্ক: সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে আল শাবাবের বিপক্ষে ম্যাচটা একরকম হাত ফসকেই গিয়েছিল আল নাসরের। ১-১ সমতায় থাকা ম্যাচে তখন পেরিয়ে যাচ্ছিল যোগ করা সময়ও। মনে হচ্ছিল, হয়তো ১ পয়েন্ট নিয়েই সম্ভষ্ট থাকতে হবে আল নাসরকে। তবে নাটকের অনেক কিছুই তখনো বাকি ছিল। শেষ বাঁশি বাজার আগমুহূর্তে পেনাল্টি উপহার পায় আল নাসর। স্পট কিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গোলরক্ষককে উল্টো দিকে পাঠিয়ে বল জালে জড়ান পর্তুগিজ কিংবদন্তি। এই গোলে ২ -১ ব্যবধানে এগিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন আল নাসর সমর্থকরা। কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্ক তখনো বাকি। একটু পর আল নাসরকে স্তব্ধ করে পাল্টা পেনাল্টি আদায় করে নেয় আল শাবাব। কিন্তু স্পট কিকে দেখা মেলে নাটকীয়তার। পেনাল্টি মিস করে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন আবদেররাজ্জাক হামদাল্লাহ। আল শাবাব স্ট্রাইকারের এই মিসই মূলত আল নাসরকে এনে দেয় ২−১ গোলের জয়। নাটকীয়তায় ভরপুর এই ম্যাচে অবশ্য ৯০ মিনিট পর্যন্ত এগিয়েই

ছিল আল নাসর। ৬৯ মিনিটে দলটিকে গোল এনে দেন আইমেরিক লাপোর্ত। তবে ৯০ মিনিটে আলী আলহাসান আত্মঘাতী গোল করলে ম্যাচে ফেরে আল শাবাব; যদিও ম্যাচে ফিরেও শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট আদায় করতে পারেনি তারা। পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আল নাসর। এ ম্যাচের পর ৭ ম্যাচে ৫ জয় ও ২ ড্র নিয়ে দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ১৭। আর সমান ম্যাচে ৪ জয় ও ৩ হার নিয়ে তালিকার ৪ নম্বরে আছে আল শাবাব। পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের গোলের রেকর্ড আরেকটু সমৃদ্ধ করেছেন রোনালদো। গতকাল রাতের পর আল নাসরের হয়ে 'সিআর সেভেন'–এর গোলসংখ্যা হলো ৫৪ ম্যাচে ৫৫; সঙ্গে আছে ১৫টি 'অ্যাসিস্ট'ও (গোল বানানো)। আর ১ হাজার গোলকে পাখির চোখ করা রোনালদোর ক্যারিয়ারে সর্বমোট গোলসংখ্যা এখন ৯০৭। জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচের একাধিক ছবি পোস্ট করে বার্তা দিয়েছেন রোনালদো। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমরা কখনো হাল ছাড়ি না।'

মাজানদারানের বিপক্ষে। সেই

অক্টোবরেই ব্রাজিলের জার্সিতে

পাওয়া চোট কাটিয়ে গত মাসে

আল হিলালের অনুশীলনে ফেরেন

এক বছর পর মাঠে ফিরছে নেইমার, আছে জটিলতাও



আপনজন ডেস্ক: প্রশ্নটি ব্রাজিলের ভক্তদের কাছে। গত বছর ১৮ অক্টোবর দিনটি কি মনে আছে? সেদিন বাংলাদেশ সময় সকালে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২ -০ গোলে হেরেছিল ব্রাজিল। সে ম্যাচের আর কিছু কি মনে পড়েং হ্যাঁ, নেইমারের চোট! বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছেডেছিলেন নেইমার। এরপর আর মাঠে ফিরতে পারেননি। মাঝে কেটে গেল একটি বছর। গতকাল নেইমারের সেই চোটের কাঁটায় কাঁটায় এক বছর পূর্ণ হলো। সুখবরও মিলল ঠিক এক বছর পরই। নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কোচ হোর্হে জেসুস জানিয়েছেন, আগামী সোমবার ব্রাজিল ফরোয়ার্ডের মাঠে ফেরার সম্ভাবনা আছে। সেদিন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে আল আইনের মুখোমুখি হবে আল হিলাল। এ ম্যাচের নেইমারের খেলার কোনো নিশ্চয়তা দেননি জেসুস। তবে একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন গতকাল, 'আজ (গতকাল) নেইমারের চোট পাওয়ার এক বছর পূর্ণ হলো। চিকিৎসাগত দিক থেকে সে পুরোপুরি সেরে উঠেছে এবং অনুশীলনেও যোগ দিয়েছে। আগামী দুই দিন সবকিছু এমন ইতিবাচক থাকলে দলের পরের ম্যাচে তাকে সংযুক্ত করা হবে।' সৌদি প্রো লিগে নেইমারকে এখনো নিবন্ধিত করতে পারেনি আল হিলাল। শুধু এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য তাঁকে নিবন্ধিত করতে পেরেছে সৌদি ক্লাবটি। আল হিলালের হয়ে গত বছর অক্টোবরে নেইমারের সর্বশেষ ম্যাচটি ছিল

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে নাসাজি

নেইমার। উরুগুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচের ৪৩ মিনিটে চোট পেয়েছিলেন নেইমার। বাঁ হাঁটুতে এসিএল চোটের পাশাপাশি দুটি মেনিসকাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মাঝের এই এক বছরে নেইমারকে ছাড়া ১৪ ম্যাচ খেলে ৬ জয়, ৫ ড্র ও ৩টি হার দেখেছে ব্রাজিল। বিখ্যাত এই হলুদ জার্সিতে নেইমারের অভিষেক ২০১০ সালে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত ব্রাজিলের খেলা ১৯২ ম্যাচের মধ্যে ৬২ ম্যাচে নেইমারকে পায়নি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। নেইমার মাঠে থাকতে ব্রাজিলের সাফল্যের হার ৭৮.৬ শতাংশ, নেইমারকে ছাড়া ৬৩.৯ শতাংশ। নেইমারকে ব্রাজিলের জার্সিতে ফিরতে দেখার অপেক্ষায়ও আছেন অনেকেই। এ বছর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নভেম্বরে দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আগামী ১৫ নভেম্বর ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ ভেনেজুয়েলা। ২০ নভেম্বর উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে দরিভাল জুনিয়রের দল। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো স্পোর্ত' জানিয়েছে, এ দুটি ম্যাচ সামনে রেখে নেইমারকে ফেরানোর পরিকল্পনা আছে টিম ম্যানেজমেন্টের। তবে তার আগে নেইমারকে অবশ্যই আল হিলালের হয়ে মাঠে ফিরতে হবে। অর্থাৎ ব্রাজিলের জার্সিতে ফেরার আগে আল হিলালের হয়ে একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন নেইমার। সেখানেও শর্ত হলো সবকিছু ইতিবাচক থাকলেই কেবল আল আইনের বিপক্ষে নেইমারকে স্কোয়াডে অর্ন্তভুক্ত করতে পারে আল হিলাল। আল আইনের মুখোমুখি হওয়ার পর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল হিলালের পরবর্তী ম্যাচ ৪ নভেম্বর। তার আগেই নভেম্বরের দুটি ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের স্কোয়াড ঘোষণা করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। শ্লোবো স্পোর্তের মতে, ২৭ অক্টোবর প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণার পর ১ নভেম্বর চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করতে পারে

৫৪ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ভারত ৪৬২ করায় স্বস্তি নিউজিল্যান্ডের



আপনজন ডেস্ক: ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখছিল ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েও টেস্ট জিততে পারলেই তা অবিশ্বাস্য এক কীর্তি হয়ে যায়। ৫০ রানের নিচে অলআউট হয়েও টেস্ট জয়ের ঘটনা আছে মাত্র একটিই। ১৮৮৭ সালে সিডনিতে ৪৫ রানে অলআউট হয়েও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিতেছিল ইংল্যান্ড। এর চেয়েও বড় রেকর্ড হতো প্রথম ইনিংসে ৩৫৬ রানে পিছিয়ে থাকার পরও টেস্ট জিততে পারলে। টেস্ট ইতিহাসে প্রথম ইনিংসে ২৯১ রানের চেয়ে বেশি পিছিয়ে থেকে কোনো দল এর আগে টেস্ট জিততে পারেনি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত রান একেবারে কম করেনি, কিন্তু ৪৬২ রান করেও ভারতের আক্ষেপের সীমা নেই। মাত্র ৫৪ রানে যে পড়েছে শেষ ৭ উইকেট। যে কারণে নিউজিল্যান্ডের সামনে ১০৭ রানের বেশি লক্ষ্য দিতে পারেনি তারা। বৃষ্টি বাগড়া না দিলে এই টেস্টে সম্ভাব্য বিজয়ী এখন নিউজিল্যান্ডই। আজ চতুর্থ দিনে ২১ ওভার খেলার সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল কিউইদের। কিন্তু ব্যাটিংয়ে নেমে নিউজিল্যান্ড মাত্র ৪ বল খেলার পর আলোক স্বল্পতার কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই নামে তুমুল বৃষ্টি। ওই চার বলে কোনো রান হয়নি।

নিউজিল্যান্ডের লক্ষ্যও তাই ১০৭ রানেই অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রথম ইনিংসে অমন মহাবিপর্যয়ের পর দ্বিতীয় ইনিংসে রীতিমতো ঝড তলেছিলেন ভারতের ব্যাটসম্যানরা। ৩ উইকেট হারিয়ে ৪৯ ওভারে ২৩১ রান তুলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল ভারত। আজও প্রায় একই গতিতে রান তুলেছে। কিন্তু চতুর্থ উইকেটে সরফরাজ খান ও ঋষভ পত্তের ১৭৭ রানের জুটির পরই ভেঙে পড়ে ইনিংস। সরফরাজের আউটে ৪০৮ রানে চতুর্থ উইকেট পড়েছিল, সেখান থেকে ৪৬২ রানে অলআউট। সরফরাজ আউট হওয়ার আগে ১৮টি চার ও ৩টি ছয়ে ১৯৫ বলে করেছেন ১৫০ রান। পস্ত ১০৫ বলে ৯৯ রানের ইনিংসে মেরেছেন ৯টি চার ও ৫টি ছয়। সংক্ষিপ্ত স্কোর ভারত: ৪৬ ও ৪৬২ (সরফরাজ ১৫০, পন্ত ৯৯, রাহুল ১২, অশ্বিন ১৫; ও'রুর্ক ৩/৯২, হেনরি ৩/১০২, প্যাটেল ২/১০০, সাউদি ১/৫৩. ফিলিপস ১/৬৯)।

নিউজিল্যান্ড: ৪০২ ও ০.৪ ওভারে

আগামীকাল শেষ দিনে

আবারও নড়বড়ে নব্বইয়ে কাটা পন্ত, বিশ্ব রেকর্ড ডাকছে



আপনজন ডেস্ক: নন-স্ট্রাইকে থাকা লোকেশ রাহুল হতাশায় ব্যাটে ভর দিয়ে বসেই পডলেন। ড্রেসিংরুমে বসে থাকা মোহাম্মদ সিরাজ দুই হাতে ঢাকলেন মুখ। আর পুরো গ্যালারি তখন স্তর্ধ, কোনো শব্দ নেই। এর মধ্যেই ভীষণ অনিচ্ছায় শরীর টানতে টানতে পিচ ছাড়লেন ঋষভ পস্ত। টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠেছে–পন্ত বোল্ড ও'রুর্ক ৯৯। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে পন্ত ফিরেছেন সেঞ্চুরি থেকে ১ রান দুরে থেকে। অথচ উইলিয়াম ও'রুর্কের ভেতরে ঢোকা উঠতি বলটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতেই খেলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যাটে লেগে বল আঘাত হানল লেগ স্টাম্পে। আরও একবার পন্তকে ফিরতে হলো নড়বড়ে নব্বইয়ের

'আরও একবার' বলার কারণ, এ নিয়ে সপ্তমবার টেস্টে নব্বইয়ের ঘরে আউট হলেন ভারতের বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। এখনো খেলছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে পন্তের মতো এতে বেশি 'নড়বড়ে নব্বইয়ের' শিকার আর কেউই নেই। পত্তের ক্যারিয়ার খুব বেশি দিনের

নয়। ২০১৮ সালে অভিষিক্ত এই ব্যাটসম্যান মাঝে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পর দেড বছর টেস্ট খেলতে পারেননি। সব মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুতে যে ম্যাচটি খেলছেন, সেটি তাঁর ৩৬তম টেস্ট। এই স্বল্প টেস্টের ক্যারিয়ারে সেঞ্চুরি করেছেন ৬টি, কিন্তু 'নড়বড়ে নব্বই' হয়ে গ্ৰেছে ৭টি। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১০ বার নব্বইয়ের ঘরে আউটের যন্ত্রণা সইতে হয়েছে স্টিভ ওয়াহ, রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডলকারকে। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল স্ল্যাটার হয়েছেন ৯ বার। আর আটবার নব্বইয়ে আটকা পড়েছিলেন আলভিন কালীচরণ. এবি ডি ভিলিয়ার্স ও ইনজামাম-উল-হক। পত্ত আছেন ৭ বার আউট হওয়া ম্যাথ হেইডেন ও অ্যালিস্টার কুকের সঙ্গে। তবে এই ব্যাটসম্যানদের মধ্যে

দুজন ছাড়া বাকি সবাই ২০০ বা এর কাছাকাছি ইনিংস খেলেছেন। যে দুজন কম খেলেছেন, সেই স্ল্যাটারের টেস্ট ইনিংস ১৩১টি. কালীচরণের ১০৯। অথচ পন্ত এখন পর্যন্ত খেলেছেনই মোটে ৬২ ইনিংস– প্রায় অর্ধেক! অর্থাৎ পত্তের নব্বইয়ের ঘরে আউটের 'স্ট্রাইক রেট' অন্যদের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি। ২৭ বছর বয়সী পস্ত যে গতিতে 'ছুটছেন', তাতে যে তিনি 'নড়বড়ে নব্বই'য়ে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবেন, সে তো সহজেই অনুমেয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ব্যাটিংয়ের ধরনই এমন সম্ভাবনা 'উজ্জুল' করে তলছে। নামের পাশে রান ০ হোক বা ৯৯, পন্ত ব্যাট চালান আপন গতিতে। আর সেটি করতে গিয়েই ৬২ ইনিংসের ক্যারিয়ারে জমিয়ে ফেলেছেন ৭টি 'নব্বই'। ব্যাট হাতে রান আর গ্লাভস হাতে ডিসমিসালসের রেকর্ড তো তিনি গড়বেনই, কিন্তু নব্বইয়ে আটকে যাওয়ার রেকর্ডটিও যে পন্তই গড়তে যাচ্ছেন, তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে!

টেস্টে সবচেয়ে বেশি নব্বইয়ের ঘরে আউ ট				
८भटलामा ङ्	मल	द्यनिश्म	দেছবি	34
গাক জাৰ	वाद्वींगरा	260	102	20
রাহল মাণিড়	ভারত	450	Фb	30
শ্চীন টেডুলকর	285	653	62	30
भाइटनन काणित	অঞ্জেলিয়া	202	38	b
অলহীন কালীচরণ	বয়ের ইভিজ	20%	34	ь
८ति कि विशिक्षार्थ	দক্ষিণ আমিকা	282	22	b
ইনজামাম উল হক	পৰিভান	200	3/2	b
मार् दाहुजन	वाद्वींगा	268	-60	9
ত্যালিয়ার কুক	रेला ह	52.2	***	9
থয়ত গস্ত	अक्ष र	92	9	4

টুখেলকে ইংল্যান্ডের কোচ করায় রুনি বিশ্মিত

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড জাতীয় দল এর আগে মাত্র দুইবার ছিল বিদেশি কোচের অধীনে। ২০০১ সালে সুইডিশ কোচ সভেন গোরান এরিকসন কোচ হয়েছিলেন ডেভিড বেকহামদের। ২০০৬ সালে তাঁর বিদায়ের পর এক বছর একজন ইংলিশ কোচ ইংল্যান্ড দলকে চালানোর পর আবার দায়িত্ব পান একজন বিদেশি–ইতালিয়ান ফাবিও কাপেলো। এবার আবার জাতীয় দলের জন্য বিদেশি কোচ নিয়োগ দিয়েছে ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। এটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ইংল্যান্ডের সাবেক স্ত্রাইকার ওয়েইন রুনির। ফ্রান্সের কোচ টমাস টুখেলকে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব দেওয়ায় বিশ্মিত হয়েছেন তিনি। তবে তাঁর অধীনে দলের সাফল্যই কামনা করছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক



স্থাইকার।
ইংল্যান্ড দল আশানুরূপ ফল
পাচ্ছিল না বলে গ্যারেথ সাউথগেট
কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।
এরপর ইংলিশ বংশোদ্ভূত সাবেক
আইরিশ ফুটবলার লি কার্সলি
ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন
করছিলেন। এবার সাউথগেটের
বিকল্প হিসেবে বায়ার্ন মিউনিখের
সাবেক কোচ টুখেলকে স্থায়ীভাবে
নিয়োগ দিয়েছে এফএ।
টুখেলের নিয়োগ নিয়ে রুনি
বলেছেন, 'আমি বিশ্বিত। সে খুব

ভালো একজন কোচ। কিন্তু এরপরও এফএ তাকে নিয়োগ দেওয়ায় আমি বিস্মিত।' টুখেলের নিয়োগ নিয়ে বিস্মিত হলেও তাঁর জন্য শুভকামনাই জানিয়েছেন রুনি, 'কিন্তু আমি তার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে সে ভালো করবে।' রুনির বিস্ময়ের কারণ একটাই। ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের কোনো কোচকে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব দেয়নি, 'গত ১০–১৫ বছরে এফএ যে দারুণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, তার মাধ্যমে অনেক তরুণ কোচ উঠে আসছে। তাই এফএ নিজেদের কোনো কোচ নিয়োগ দেয়নি বলে আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু যেমনটা আমি বললাম, তারা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আমি তার শুভকামনা করছি। আশা করছি, আমাদের জন্য ভালো কিছুই করবে।'

ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান



আপনজন ডেস্ক: কলকাতা ডার্বিতে পাল তোলা নৌকার কাছে হাল ধরতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঞ্চল ক্লাবকে দু গোলে হার স্বীকার করতে হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। আর মোহনবাগানের এই জয়ের নায়ক হয়ে উঠলেন দুই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার। দুই অস্ট্রেলিয়ানের দাপটে ফের কলকাতা ডার্বিতে জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রথমার্ধের ৪১ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ৮৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাডান দিমিত্রি পেট্রাটস। ফলে ২-০ জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রথমার্ধের মতোই দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দাপট দেখা গেল। বিশেষ করে লেফট উইং দিয়ে লিস্টন কোলাসোর দৌড় ইস্টবেঙ্গল

রক্ষণের দুর্বলতা প্রকট করে
দিচ্ছিল। সহজ সুযোগ নষ্ট না
করলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল
পেতেন লিস্টন। মনবীর নিজে শট
নিতে গিয়ে বারের অনেক উপর
দিয়ে বল উড়িয়ে দেন। লিস্টনকে
আটকাতে ৭১ মিনিটে মহম্মদ
রাকিপের পরিবর্তে লালচুংনুঙ্গাকে
রাইট ব্যাক হিসেবে মাঠে নামান
ইস্টবেঙ্গলের নতুন প্রধান কোচ
অস্কার ক্রজোঁ। নন্দকুমার শেখরকে
তুলে জেসিন টি কে-কে মাঠে
নামানো হয়। কিন্তু এই
পরিবর্তনগুলিতে কোনও লাভ হল

দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গলের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা খুব একটা ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দলের একমাত্র বক্স স্থাইকার ডেভিড লাললানসাঙ্গাকে তুলে উইঙ্গার পি ভি বিষ্ণুকে মাঠে নামান ইস্টবেঙ্গলের নতুন প্রধান কোচ। ফলে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার আরও কমে যায়। ক্লেইটন সিলভাকে কেন প্রথম একাদশে রাখা হল, কেনই ৬৫ মিনিট পর্যন্ত খেলানো হল. সেটা স্পষ্ট নয়। ৬৫ মিনিটে কোনও ভূমিকাতেই দেখা গেল না ক্লেইটনকে। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামানো হল গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিওস দিয়ামান্তাকসকে। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আশায় ছিলেন, গত মরসুমের আইএসএল-এ সর্বাধিক গোল করা দিমি কলকাতা ডার্বিতে সমতা ফেরাবেন। কিন্তু সেই আশা পূরণ হল না। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের মধ্যে জয়ের তাগিদ দেখা গেল না। দল যখন পিছিয়ে. তখনও ব্যাক পাসের ছড়াছড়ি দেখা গেল। কলকাতায় পা রাখার ১৫ ঘণ্টার মধ্যে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মুখোমুখি হন ইস্টবেঙ্গলের নতুন প্রধান কোচ। লাল-হলুদে তাঁর শুরুটা ভালো হল না। ফলে শুরুতেই চাপে পড়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন স্প্যানিশ কোচ।

ক্লাব বিশ্বকাপে মেসির ক্লাবকে রাখতে চায় ফিফা

পাবে নিয়মিত লিগের চ্যাম্পিয়ন

হিসেবে। তবে সেটা যদি না হয়.

সে ক্ষেত্রে স্বাগতিক হিসেবে তাদের



আপনজন ডেস্ক: আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবে ক্লাব বিশ্বকাপ। ২১তম আসরে প্রথমবারের মতো ৩২ দল নিয়ে আয়োজিত হবে এই টুর্নামেন্ট। ইতোমধ্যে ৩০ দল চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি দুইটি দলের একটি হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। তবে কোয়ালিফাই করে নয়, অতিথি দল হিসেবে খেলতে যাচ্ছে ক্লাবটি। ইন্টার মায়ামিকে এই সুবিধা দিতে চাইছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। অতিথি দল হিসবে ইন্টার মিয়ামিকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি ফিফা। তবে স্প্যানিশ গণমাধ্যম মার্কার মতে, বিষয়টি ইতোমধ্যে চডান্ত হয়ে

ফিফো অতিথি হিসেবে খেলতে যাওয়া মিয়ামির জন্য কী মানদণ্ড ব্যবহার করবে, তা এখনো স্পষ্ট করেনি। তবে শিগগিরই এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করবে ফিফা। ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ক্লাব বিশ্বকাপে মিয়ামিকে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

ক্লানিবে।
ক্লাব বিশ্বকাপে কনকাকাফ অঞ্চল
থেকে সুযোগ পায় চার দল।
এরই মধ্যে মনটেরি, লিও, পাচুকা
এবং সাউন্ডার্স এই জায়গা দখল
করে নিয়েছে। মিয়ামিও সুযোগ

তাই দ্রুতই ইন্টার মায়ামির ক্লাব বিশ্বকাপ খেলার ঘোষণা দেবে ফিফা। ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য ইতোমধ্যে

উয়েফার ১২, কনমেবলের ৫ এবং কনকাকাফের ৪টি দলের নাম চূড়ান্ত করেছে ফিফা। এ ছাড়া সমানসংখ্যাক চারটি করে দল এফসি এবং কাফ থেকে নেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত হওয়া ৩০টি ক্লাবের মধ্যে একটি ক্লাব জায়গা করে নিয়েছে ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে।

যাতে কোনো ধোঁয়াশা তৈরি না হয়



